إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

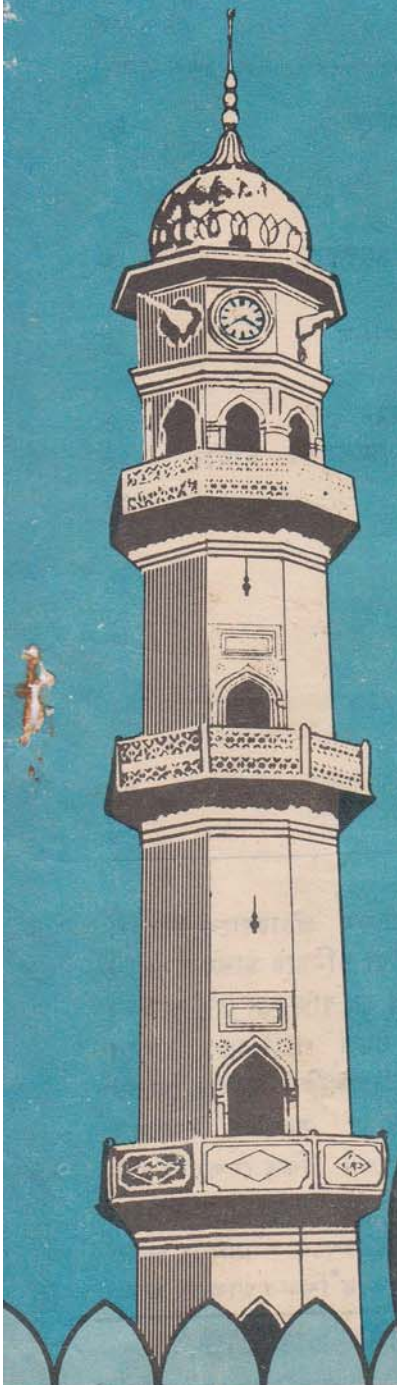

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

সমগ্র জগৎ অবিশ্বাসী হলেও
সত্য চিরকালই সত্য
এবং
সমগ্র জগৎ সমর্থনকারী হলেও
মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা।

—হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৪ বর্ষ ।। ১৩শ সংখ্যা
২৮শে জমাদিউস সানী, ১৪১১ হিঃ ।। ১লা মাঘ, ১৩৯৭ বাংলা ।। ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯১ইং
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪৮'০০ টাকা ।। ভারত ৮৫'০০ টাকা। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯১ | ৪৪শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন : (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)	আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে	১
হাদীস শরীফ :	অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহ্‌মদ	৩
অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদক : মাওলানা ফিরোজ আলম	৪
জুমুআর খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৬
স্বাধীনতা বনাম স্ব-অধীনতা :	জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর	১০
আপত্তির খণ্ডন : ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে	মাওলানা সালেহ্ আহ্‌মদ	১২
সাম্প্রতিক বিশ্ব :	জনাব মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী	১৪
টুরে গেলাম নাটোরে : একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠার ইতি কথা :	আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী মিসেস রওশান আরা হক	১৯ ২২
একটি অনন্য প্রশংসা :	অনুবাদক : জনাব মজহারুল হক	২৫
সংবাদ :		২৭
সম্পাদকীয় :		২৯

(২৯ পাতার পর)

আফসোস! এ জামা'ত ইলাহী ফযল ও করমে শতাব্দী কাল ধরে এরকম প্রচারণাকে উপেক্ষা করে আগে বেড়ে চলেছে। ইনশাআল্লাহ্ সেদিন বেশী দূরে নয় সারা দুনিয়ার মানুষ ইসলাম বলতে কেবল বুঝবে জামা'তে আহ্‌মদীয়াকে। ইহা কোন কল্পনা বিলাস নয় বাস্তবতা এর সাক্ষ্য।

ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। কোন ধার্মিক সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আর কোন সাম্প্রদায়িক ধার্মিক হতে পারে না। বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে অর্জিত হয়েছে দেশের স্বাধীনতা। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের রক্তে দেশ স্বাধীন হয়েছে। সকলেই সমভাবে এ স্বাধীন দেশে বসবাস করার ও নিজ নিজ ধর্ম কর্ম করার অধিকার রাখে। কিন্তু দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তোলার জন্যে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিগুলো ইসলামের নামে দেশে অরাজকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়েছে এবং ছড়াচ্ছে। সুতরাং দেশকে বাঁচাবার জন্যে প্রতিটি শান্তি প্রিয় নাগরিক ও সদাশয় সরকারকে এদের অপপ্রচারণা থেকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

পবিত্র মক্কা মদীনার হেফাযতের জন্যে বিশেষ দোয়ার তাহ্‌রীক

এক টেলিফোন বার্তা মারফত লণ্ডন থেকে জানা গিয়েছে যে, হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ১১-১-৯১ তারিখের জুমুআর খোৎবায় বর্তমান উপসাগরীয় পরিস্থিতিতে পবিত্র মক্কা এবং মদীনার হেফাযতের জন্যে সারা দুনিয়ার আহ্‌মদী মুসলমানদেরকে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলায়হিমুস্‌সালামের দোয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশেষভাবে দোয়ার তাহরীক করেছেন।

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৪শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং : ১৫ই জুলহা, ১৩৭০ হিঃ শামসী : ১লা মাঘ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আল্‌ বাকারা-২

১৪৭। ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, ইহাকে (১৬৯) সেই ভাবেই চিনে যেভাবে তাহারা নিজেদের পুত্রদেরকে চিনিয়া (১৭০) থাকে ; এবং তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক নিশ্চয় সত্যকে জানিয়া বুঝিয়া গোপন করিতেছে।

১৪৮। এই সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত ; সুতরাং তুমি কিছুতেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১৪৯। এবং প্রত্যেকের জন্যই কোন না কোন লক্ষ্যস্থল রহিয়াছে যাহার প্রতি সে (সমস্ত) মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। সুতরাং (তোমাদের লক্ষ্যস্থল এই যে,) তোমরা পুণ্য (১৭১) অর্জনে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্‌ তোমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আনিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

১৬৯। 'হু' মানে ইহাকে বা তাহাকে 'ইহাকে' বলিতে কিব্‌লার পরিবর্তনকে বুঝায়, 'তাহাকে' বলিতে আঁ-হযরত (সাঃ)কে বুঝায়। অতএব, বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় আহলে কিতাব (খৃষ্টান-ইহুদী) তাহাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ হইতে (ভবিষ্যদ্বাণী) জ্ঞাত আছে যে, আরবদের মধ্যে এক নবীর অভ্যুদয় হইবে যাহার সহিত কা'বার নিগূঢ় সম্পর্ক থাকিবে।

১৭০। 'ইয়া'রেফূনাহু' 'আ'রাফা' হইতে উৎপন্ন হয়। আ'রাফা মানে সে জানিয়াছিল, চিনিয়াছিল অথবা অনুভব করিয়াছিল। যদি এই শব্দটি ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, তথাপি ইহা আসলে ঐরূপ জ্ঞান সম্বন্ধেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যাহা ধ্যান-সাধনা ও চিন্তা দ্বারা লব্ধ হয় (মুফ্‌রাদাত)।

৭১। এই আয়াতে কয়েকটি শব্দের মধ্যে সফল জীবনের সকল উপায়-উপাদান সম্বন্ধে ব্যক্ত করা হইয়াছে। একজন মুসলমানের উচিৎ, প্রথমেই তাহার নিজের জীবনের জন্য নির্দিষ্ট

১৫০। এবং তুমি যেখান হইতে বাহির হও না কেন তোমার (১৭২) মুখ মসজিদুল হারামের (পবিত্র মসজিদ — কা'বার) দিক ফিরাও কারণ নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য (১৭৩)। এবং তোমরা যাহা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ আদৌ অসতর্ক নহেন।

গন্তব্য স্থল নির্ধারণ করা। অতঃপর, তাহার কর্তব্য হইবে: (ক) তাহার সমস্ত মনোযোগ ঐ দিকে নিবদ্ধ করা (খ) তাহার সকল শক্তি ও প্রচেষ্টা ঐ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা (গ) অন্যান্য নিষ্ঠাবান মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়া প্রতিযোগিতা করতঃ তাহাদিগকে ডিঙ্গাইয়া যাইবার চেষ্টায় রত থাকা এবং তাহাদিগকেও আগাইয়া নিবার চেষ্টা করা; অধঃপতিত সহগামীকে উঠাইয়া দাঁড় করানো ও দ্রুততার সহিত আগাইয়া যাইতে সাহায্য করা। 'মুওয়াল্লিহা' শব্দের অর্থ "নিজের উপরে তাহাকে প্রতিপত্তিশালী বানায়" অর্থাৎ মানুষ প্রথমে তাহার উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লয়, অতঃপর, এই উদ্দেশ্যকেই তাহার নিজের উপর সর্বাধিক প্রভাব-বিস্তারকারী শক্তি রূপে গণ্য করে।

১৭২। যখন কা'বা মুসলমানের কিব্‌লায় পরিণত হইল, তখন তাহাদের জন্য ইহা অপরিহার্য হইয়া পড়িল যে, মক্কা শহর, যেখানে কা'বা অবস্থিত, তাহা মুসলমানের অধিকারে আসিয়া যায়। এই আয়াতে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে যেন মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে তাহাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত রাখে। হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, সকল অভিযানে তাঁহার সার্বিক মনোযোগ যেন এই উদ্দেশ্যের প্রতিই নিবেদিত থাকে। 'খারাজ্‌তা' শব্দের আরেক অর্থ "তুমি যুদ্ধের জন্য বাহির হইয়াছ" (লেইন)। শব্দটির তাৎপর্য ইহাও যে, রসূলে পাক (সাঃ) কে স্বয়ং মক্কা বিজয়ের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। তদুপরি, ১৪৫ নং আয়াতে যেখানে কিব্‌লা পরিবর্তনের নির্দেশ রহিয়াছে, সেখানে ১৫০-১৫১ আয়াতদ্বয়ে প্রদত্ত নির্দেশটি মক্কা-বিজয়ের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কেননা 'খুরুজ' ক্রিয়া বিশেষ্যটি 'যুদ্ধের জন্য বাহির হওয়া' অর্থেই বেশী ব্যবহৃত হয়।

১৭৩। "তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য" বাক্যটির মধ্যে এই কথাই নিহিত রহিয়াছে যে, মুসলমানদের হাতে মক্কা নিশ্চয়ই আসিয়া যাইবে। মুসলমানদের দ্বারা মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনের ১৭:৮১ ও ২৮:৮৬তে পূর্বেই নাযেল হইয়াছিল। মক্কা বিজয়ের দিনে, যখন মহানবী (সাঃ) দশ হাজার মুসলমান সৈন্যের নেতা রূপে বিজয়ীর গৌরবে গরীয়ান হইয়া মক্কায় প্রবেশ করিলেন, তখন দ্বিতীয় বিবরণ, ৩২:২-তে বর্ণিত বহুকালের পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণীও বাস্তবে পরিণত হইল।

(হাদীসের অবশিষ্টাংশ)

এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টির লক্ষ্যে সালামকে প্রসারতা দাও। সালাম কি? সালাম হলো অপরের কল্যাণ কামনা করা। আমরা যদি অপরের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করি ও কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালাই তাহলে নিজেদের হৃদয়ে অবলীলাক্রমে মানবের জন্য প্রেমের উদ্ভব ঘটবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের প্রকৃত মু'মেন হবার তৌফীক দান করুন। আমীন।

হাদিস শরীফ

ভ্রাতৃত্ব

অনুবাদক ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا (ال عمران ايت ١٠٣)

অর্থাৎ এবং স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহ্র নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-সঞ্চার করলেন এবং তোমরা তাঁরই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। (সূরা আলে ইমরান—১০৪ আয়াত)

হাদীস ঃ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم (مسلم)

অর্থাৎ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন ; তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ঈমান আনয়ন কর এবং তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মো'মেন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো। আমি কি তোমাদিগকে সেই বিষয়টির কথা বলিব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে ? তা' হলো 'আস্সালামু আলায়কুম' বলাকে তোমরা নিজেদের মধ্যে প্রসারতা দান কর। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ

পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ না জাগলে কখনও একতার সৃষ্টি হতে পারে না। ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হওয়া বস্তুতঃ প্রকৃত ঈমানের চিহ্ন। কুরআন মজীদ তো এই কথা বলে যে, ইসলামের পতাকা তলে একত্রিত হবার ফলে তোমাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যদি তোমরা এই বন্ধন সৃষ্টির জন্য পৃথিবীর সকল ধন সম্পদ খরচ করতে তবুও এই ভালোবাসা কখনও সৃষ্টি হতো না। ইসলাম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে একে অপরের ভাই বলে আখ্যা দেয়। যেভাবে আমরা আমাদের নিজ ভাইদিগের সকল দিকে খেয়াল রাখি, তাদের কল্যাণের কামনা করি ঐরূপ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য হৃদয়ে ভালোবাসা ও মায়া মমতা রাখতে হবে। তা'হলে প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এবং প্রকৃত ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠতে পারে। ঈমানের সম্বন্ধ হৃদয়ের সাথে। তাই যতক্ষণ না হৃদয়ে মানব প্রেমের সঞ্চার ঘটে ততক্ষণ প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যাবে না। তাই আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) বলেছেন,

(অবশিষ্টাংশ ২য় পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক—মাওলানা ফিরোজ আলম
সদর মুরব্বী

"তোমরা আমার জীবনে মিথ্যা বা ধোকার কোন অভিযোগ আনতে পারবেনা

হে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে সেই শিক্ষার মধ্যে প্রবেশ কর যা তোমাদের মুক্তির জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে। তোমরা খোদাকে এক এবং শরীক বিহীন হিসেবে গ্রহণ কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, আকাশেও না; পৃথিবীতেও না। খোদা তোমাকে উপকরণ অবলম্বন করতে নিষেধ করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাকে ছেড়ে শুধু উপকরণের উপরেই নির্ভর করে, সে মুশরেক। খোদা আদিকাল থেকে বলে আসছেন যে, পবিত্রমনা হওয়া ছাড়া মুক্তি নেই। সুতরাং তোমরা পাক ও পবিত্রমনা হও এবং আত্মিক বিদ্বেষ এবং ক্রোধ পরিত্যাগ কর। মানুষের নফসে আম্মারার ভিতর অনেক ধরণের অপবিত্রতা রয়েছে। কিন্তু অহংকারের অপবিত্রতাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মন্দ। যদি মানুষের মধ্যে অহংকার না থাকত তা'হলে কোন ব্যক্তিই কাফের হতো না। সুতরাং তোমরা মনের দিক থেকে নিরীহ ও বিনয়ী হয়ে যাও। তোমরা মানবজাতির প্রতি মর্মবেদনা প্রদর্শন কর। যেখানে তোমরা তাদের বেহেশ্‌তে যাওয়ার উপদেশ দান করে থাক, সেখানে তোমাদের উপদেশ কিভাবে সঠিক বলে বিবেচিত হবে যদি তোমরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে তাদের অমঙ্গল কামনা কর। আল্লাহ্‌র প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যকে আন্তরিকভাবে পালন কর। তোমাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। নামাযে দোয়া কর যেন খোদা তোমাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। নিজের অন্তরসমূহ পরিষ্কার কর। মানুষ দুর্বল, যে পাপই দূর হয় তা খোদার শক্তির সাহায্যেই দূর হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খোদা থেকে শক্তি প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের পাপ ও মন্দ কর্ম হতে মুক্ত হবার সামর্থ্য রাখে না। প্রচলিত প্রথা মত নিজেকে শুধু কলেমা পাঠকারী বলার নামই ইসলাম নয়। বরং ইসলামের অর্থ এই যে, তোমাদের আত্মা যেন খোদার আস্তানায় পড়ে যায় এবং খোদা ও তাঁর নির্দেশাবলী যেন সঠিক ভাবে তোমাদের পার্থিবতার উপর প্রাধান্য লাভ করে।

হে আমার প্রিয় জামা'ত! অবশ্যই জেনে নাও যে, দুনিয়া নিজের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে এবং একটা প্রকাশ্য বিপ্লবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সুতরাং নিজেদের অন্তরসমূহকে

প্রতারণা করবে না এবং অতি সত্বর (সরলতার পরিপূর্ণতা অর্জন কর) সম্পূর্ণ সরল হয়ে যাও। কুরআনকে নিজের নেতা হিসেবে গ্রহণ কর এবং প্রত্যেক কথায় ও কাজে ইহা হতে নূর অর্জন কর। হাদীসসমূহকেও পরিত্যাক্ত বস্তুর মত ফেলে দিও না কেননা ইহা বড় কাজের বস্তু। বড় কষ্টে সেগুলোর মৌলিকত্ব প্রস্তুত হয়। কিন্তু যদি কুরআনের বর্ণনার সাথে হাদীসের বর্ণনামালার কোন বিরোধিতা হয়, তাহলে এমন হাদীসকে পরিত্যাগ করো। ইহাতে ভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে যাবে। খোদাতা'লা অতিশয় সংরক্ষণশীলতার সাথে কুরআন তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এই পাক কালামকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে কর। ইহার উপর কোন বস্তুকে বড় মনে করো না। তোমাদের সরল পথাবলম্বন এবং একনিষ্ঠতা ইহার উপরই নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তির কথা মানুষের অন্তরে ততটুকু প্রভাব সৃষ্টি করে, মানুষ তত্বজ্ঞান এবং তাক্‌ওয়ার ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির উপর যতটুকু বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল হয়।

এখন দেখ, খোদা তোমাদের জন্য নিজের নিদর্শনকে এই ভাবে পরিপূর্ণতা দিচ্ছেন যে, আমার দাবীর সমর্থনে হাজার হাজার দলীল দান করেছেন। এই দলীল প্রমাণ দ্বারা তোমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, যাতে তোমরা চিন্তা করে দেখ যে, যে ব্যক্তি তোমাদেরকে তাঁর জামা'তের দিকে ডাকেন, তিনি কোন্ পর্যায়ের তত্বজ্ঞানের অধিকারী এবং কি ধরণের যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করে। তোমরা আমার প্রথম জীবনে কোন মিথ্যার দোষ, মিথ্যা বা ধোকার কোন দৃষ্টান্ত বা কোন ত্রুটি দেখাতে পারবে না, যার উপর ভিত্তি করে তোমরা ইহা বলতে পার যে, যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাতে অভ্যস্ত, এ ক্ষেত্রেও হয়ত সে মিথ্যাই বলেছে। তোমাদের মধ্যে, এমন ব্যক্তি কে আছে যে আমার জীবন বৃত্তান্তে কোন ছিদ্রান্বেষণ করতে পারে? সুতরাং খোদার ফযল যে, তিনি আমাকে জীবনের প্রারম্ভ থেকেই তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। চিন্তাশীলদের জন্য আমার সত্যতার ইহা একটা প্রমাণ।"

(বদরের সৌজন্যে)

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরান্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।

['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ]

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২রা ডিসেম্বর, ১৯৯০ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

(সার সংক্ষেপ)

অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহ্‌মদ
সদর মুরব্বী

তাহ্‌রীকে জাদীদের ৫৭ তম বর্ষের ঘোষণা।

আর্থিক কুরবানী জাতিকে অসাধারণ শক্তি দান করে এবং উন্নতির ধারাকে ত্বরান্বিত করে। আজ সমগ্র দুনিয়াতে যে আহ্‌মদী আর্থিক কুরবানীতে অগ্রগামী তার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের মালী কুরবানীকারী-গণের অংশ আছে। দোয়া সবচেয়ে বড় উপায়। ইহা "তকদীরকে" নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয়। অতঃপর, পৃথিবীর কোন শক্তি অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারে না। পশ্চিম ইউরোপ ও রাশিয়াতে "ওয়াকফে আরযী"র জন্য আবেদনকারীগণ প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ এই অঞ্চলের ভাষা শিখুন।

৫৬ বছর পূর্বে তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা

তাশাহুদ তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) বলেন,

আজ থেকে ৫৬ বছর পূর্বে অক্টোবর মাসের শেষ দিকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) প্রথম বারের মত তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা করেন। ১৯শে অক্টোবরের খোৎবায় তিনি উল্লেখ করেন যে, কাদিয়ানে আহরারীগণ একটি কনফারেন্স করতে যাচ্ছে। তারা সমগ্র পৃথিবী হতে আহ্‌মদীয়াতের নাম মুছে ফেলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ইহা ছাড়াও কাদিয়ানকে ধ্বংস করবার পরিকল্পনাও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মূলতঃ তাদের পরিকল্পনা ইহা যে, দুনিয়াতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নাম উচ্চারণকারী যেন কেউ না থাকে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, এই কনফারেন্স দু'দিন পর অর্থাৎ ২১শে অক্টোবর হতে যাচ্ছে। আমি এই কনফারেন্সের পর বিশেষ একটি তাহ্‌রীকের ঘোষণা করব। এই তাহরীক নিজ প্রভাব ও ফলের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। আমি জামা'তকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করার জন্য বলছি যে, এই তাহ্‌রীক অনেক কুরবানীর সমষ্টি হবে। তোমরা যেভাবে এই কুরবানীর ডাকে সাড়া দিবে সেভাবেই খোদাতা'লা তাঁর আশীষ ও কল্যাণ বর্ষণ করবেন। সুতরাং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)

২৫শে অক্টোবরের অথবা তার পরের জুমুআতে অর্থাৎ ২রা নভেম্বরের জুমুআতে এই তাহ্‌রীকের ঘোষণা দেন। হুযূর বলেন, আজ ২রা নভেম্বরের জুমুআতে আমি জামা'তকে আবার সেই তাহরীকের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই সময়ে জামা'ত অত্যন্ত দুর্বল ছিল। মাত্র দুই তিনটি দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমার যতটুকু মনে পড়ে ভারত উপমহাদেশের বাইরে মাত্র ১২টির মত জামা'ত ছিল। যখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর সেই নতুন তাহরীকে জামা'ত অত্যন্ত জোরালো ভাবে সাড়া দিয়েছিল। আজ আমরা সেই তাহরীকের প্রথম সারির মুজাহিদদের ফল খাচ্ছি। সেই তাহরীক আজ বিশাল গগনচুম্বী বৃক্ষতে রূপান্তরিত হয়েছে। বট বৃক্ষের মত শাখা প্রশাখাসমূহ পৃথিবীর ১২৪টি দেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। শুধু তাই নয় বরং তার মূলও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। বলা হয়, বট বৃক্ষ যদি এভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে তাহলে তার মৃত্যু হয় না। খোদা-তা'লার ফযলে গত ৫৬ বছরে এই জামা'ত নিজ আয়তন, ব্যাস ও শক্তির দিক থেকে বট বৃক্ষের ন্যায় ১২৪টি দেশে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, এবং আগামী কয়েক বছরে আকাশচুম্বী বৃক্ষতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

জামা'তের সদস্যবৃন্দের প্রাথমিক তাহরীকে জোরালো ভাবে সাড়া প্রদান ঃ

তাহরীকে জাদীদের ঘোষণার সময় সমগ্র পৃথিবীতে ছয় জন মোবাল্লেগ কাজ করত এবং এদের সংখ্যা এখন ৩০১ জনে দাঁড়িয়েছে। তাহরীক জাদীদের ঘোষণার সময় ২৭,৫০০/- সাতাশ হাজার পাঁচশ' টাকার তাহরীক ছিল। তখনকার অবস্থা অনুযায়ী এই পরিমাণ অত্যন্ত বড় বলে মনে হয়ে ছিলো। অনেকের আশংকা ছিল যে, এ টাকা কোত্থেকে আসবে। অপর দিকে জামা'ত এতো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে এ ডাকে সাড়া দিল যে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) জানুয়ারীতে (১৯৩৫ সন) ঘোষণা করলেন যে, সাড়ে সাতাশ হাজার টাকার তাহরীক করেছিলাম খোদার ফযলে এখন পর্যন্ত নগদ ৩৩ হাজার টাকা উসূল হয়েছে এবং এক লক্ষ ২৬ হাজারেরও বেশী ওয়াদা এসেছে। সেই যুগে হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমানদের পত্র পত্রিকায় এই তাহরীকের খুব চর্চা হয়। কেউ বিরোধিতায় লিখে এবং কেউ প্রশংসনীয় বলে আখ্যা দেয়।

তাহরীকে জাদীদের প্রথম সারির ওয়াকেফীন (জীবন উৎসর্গকারী) ঃ

হুযুর বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে পুরানো ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়োজন, যাতে তারা তাদের পূর্ববর্তীদের কুরবানী দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে থাকে। এই তাহরীকে প্রথমে যে সকল যুবকদের পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তবলীগের জন্য পাঠানো হয় তাদের মধ্য থেকে কয়েক-জনের নাম উল্লেখ করছি। তাঁরা হলেন, মৌলবী গোলাম হুসেন আইয়াজ, সূফী আব্দুল গফুর সাহেব, সূফী আব্দুল কাদীর সাহেব, মৌলভী আব্দুল গফুর সাহেব, মুহাম্মদ ইব্রাহীম নাসের সাহেব, মালেক মুহাম্মদ শরীফ সাহেব, মৌলভী মুহাম্মদ দীন সাহেব, তিনজন বাদে

এরা সবাই ইন্তেকাল করেছেন। প্রথম সারির মোবাল্লেগগণের মধ্যে তিনজন ভাগ্যবান ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন। তাঁরা হলেন আহমদ খান আইয়াজ যিনি প্রথমে হাঙ্গেরী ও পরে পোল্যাণ্ডে মুরব্বী ছিলেন। দ্বিতীয় জন হলেন মৌলভী রমযান আলী সাহেব। ইনি ইংল্যাণ্ডে আছেন। তৃতীয় জন হলেন চৌধুরী মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব সিয়ালকোটি।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবনদানকারীগণের স্মরণ ঃ

হুযুর বলেন, আজকের খুৎবায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবনদানকারী তিন জন ব্যক্তির স্মরণ করব। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) নিজেও এই শহীদদের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম ব্যক্তি হলেন ওলীদাদ খান সাহেব। ১৯৩৪ সনে তাহরীকে জাদীদের ঘোষণার সাথে সাথে ইনি নিজেকে পেশ করেন ও আফগানিস্তানে তবলীগের জন্য চলে যান। তিনি বহু ব্যক্তিকে তবলীগ করেন এবং কাদিয়ানে পাঠান। এর ফলে অনেকে বয়াত করে। সাথে সাথে বিরোধিতা শুরু হয়। একবার যখন তিনি ভারত উপমহাদেশ থেকে নিজের বাড়ী আফগানিস্তানে ফেরৎ যাচ্ছিলেন রাস্তায় তাঁর বিরোধী আত্মীয়গণ গুলি করে তাকে শহীদ করে দেয়। দ্বিতীয়জন হলেন খুশাব (পাঞ্জাবের) শহরের আদালত খান। ইনি ওয়াকফ এর সাথে সাথেই চীনের উদ্দেশ্যে পাসপোর্ট ছাড়া আফগানিস্তানে চলে যান। সেখানে পাসপোর্ট না থাকায় জেলে আটকা পড়েন। তিনি জেলে তবলীগ করতে শুরু করেন। ফলে জেলে তার প্রভাব বিস্তার লাভ হতে থাকে। সুতরাং আফগানিস্তান সরকার তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেন। তিনি কাদিয়ানে ফেরৎ আসেন এবং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)কে বলেন, আমি আবার চীনে যেতে চেষ্টা করব। এবার তিনি তার সাথে এক বন্ধু মুহাম্মদ রফিক সাহেবকে নেন। কাশ্মীরে পৌঁছানোর পর আদালত খান সাহেব নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, সময় শেষ তখন তিনি বললেন, এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়ে আসো যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার ব্যাপারে আমার সাথে মুবাহালা করতে চায়। আমি জানি একমাত্র এই উপায়ে আমি বেঁচে যাবো। হুযুর বলেন, খোদার উপর আদালত খান সাহেবের কেমন ভরসা ছিল ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উপর তার ঈমান কোন পর্যায়ে ছিল এ ঘটনা থেকে তা' জানা যায়। শেষ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুবাহালার জন্য আসলো না এবং তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হন। মুহাম্মদ রফিক সাহেব কাশ্মীর হতে "কাশগর" (রাশিয়া) পৌঁছে যান এবং সেখানে তবলীগ শুরু করেন। হাজী জুনুদুল্লাহ সাহেব আহমদী হন। পরে তাঁর অন্যান্য আত্মীয়গণ আহ্‌মদী হন। খোদার ফযলে এই বংশের লোক আজ বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং আহ্‌মদীয়াতের উত্তম ফল রূপে এরা চিহ্নিত।

মালী কুরবানীতে আল্লাহ্‌র ফযল

যখন এই তাহরীকের ঘোষণা দেয়া হয় তখন এই খাতে সমগ্র দুনিয়ার বাজেট ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা। আজ আমেরিকা থেকে যে রিপোর্ট পেয়েছি শুধু এই এক দেশের চাঁদাই তার থেকে ১৭ গুণ বেশী। হুযুর বলেন, যেখানে চাঁদা বাড়াবার কথা বলি, বস্তুতঃপক্ষে ইহা জামা'তের নিষ্ঠার মাপকাঠি। ধন সম্পদের বেশী বা কমের কথা নয়। আল্লাহ্‌তা'লা জামা'তকে অভূতপূর্ব বরকত ও কল্যাণ দান করেছেন। জামা'তের সংখ্যা ছোট কিন্তু খোদার

ফযলে এ চাঁদা দিন দিন বেড়ে চলছে। ৫৬ বছর গত হয়েছে এই তাহরীক তো শেষ হয়ে যাবার কথা কিন্তু হয়েছে তার বিপরীত। এখন তো অনেকে তাদের পূর্ব পুরুষদের চাঁদাগুলিকে অনুসন্ধান করে বহাল করে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। এইভাবে আহ্‌মদীয়া জামা'ত দিন দিন নিষ্ঠা ও মালী কুরবানীতে বেড়ে চলেছে এবং এই জামা'ত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে চলছে। সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে, যেভাবে আমাদের পূর্ববর্তীদের কুরবানী ও দোয়ার কল্যাণ আমরা পাচ্ছি আমরাও যেন সেইভাবে মালী কুরবানী ও দোয়া করতে পারি যার ফল আমাদের ভবিষ্যতের বংশধররা যেন ভোগ করতে পারে।

এ বছরের তাহরীকে জাদীদের মালী কুরবানীতে পাকিস্তান ও বিশেষ করে পাকিস্তানের করাচী জামা'তের কথাই ধরা যাক। সেখানকার পরিস্থিতি খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তারা পিছু পা হয় নি। করাচী জামা'তের ওয়াদা ছিল দশ লক্ষ কিন্তু তাদের উসুলী চৌদ্দ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় স্থানে জার্মানী। জার্মানীর ওয়াদা ১ লক্ষ ৩৫ হাজার পাউণ্ড ছিল এবং উসুলী ১ লক্ষ ৩৬ হাজার পাউণ্ডের উর্ধ্বে। তৃতীয় স্থানে ইংল্যাণ্ড এবং চতুর্থ স্থানে আমেরিকা রয়েছে।

হুযূর (আইঃ) বলেন, জাপান জামা'তের উল্লেখ করা আবশ্যক। এই দেশের মিশন বাইরের জামা'তের উপর নির্ভরশীল ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি গত বছর টোকিওর মিশন বন্ধ করে দেবার জন্য বলেছিলাম। কিন্তু সেই জামা'ত প্রতিক্রিয়া দেখালো এবং বলল আমাদের মিশন বন্ধ করবেন না, আমরা নিজেরাই এই মিশনের খরচ বহন করব। আমরা মালী কুরবানীতে আরও অগ্রসর হবো। সেই জামা'তের বর্তমান অবস্থা এই যে, তারা তাহরীকে জাদীদের বাজেট ১০ হাজার পাউণ্ড এর উর্ধ্বে করেছে এবং ওয়াদার বেশী চাঁদা দিয়েছে। ১৯৮৮-৮৯ সনে সমগ্র পৃথিবীর তাহরীকে জাদীদের বাজেট ৫ লক্ষ ২১ হাজার ৭৩০ পাউণ্ড ছিল এবং উসুলী ছিল ৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৮৩৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ওয়াদার চেয়ে ৬৯ হাজার পাউণ্ড বেশী। ১৯৮৯-৯০ সনের তাহরীকে জাদীদের বাজেট ছিল ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮২২ পাউণ্ড এবং উসুলী হয়েছে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ২৮০ পাউণ্ড। অর্থাৎ ওয়াদা থেকে ৭৫ হাজার ৪৫৮ পাউণ্ড বেশী। তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের দিক থেকে আফ্রিকার দেশগুলিতে মরিশাস প্রথম, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ইণ্ডোনেশীয়া প্রথম, দ্বিতীয় জাপান ও তৃতীয় ফিজি। ইউরোপে জার্মানী প্রথম, ইউ-কে দ্বিতীয় ও নরওয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। হুযূর বলেন, আমি এই আশা রেখে তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের এলান করছি যে, পূর্বের ন্যায় জামা'ত তার অসাধারণ কুরবানীকে জীবিত রাখবে এবং প্রতিটি দেশ এই কুরবানীর প্রতিযোগিতায় নতুন উদ্যমে অংশ গ্রহণ করবে।

পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়া

হুযূর বলেন, পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়াতে যে তবলীগের ময়দান পড়ে আছে এর সম্পর্ক তাহরীকে জাদীদের সাথে। এই তাহরীকের ঘোষণার সাথে সাথে এই এলাকাগুলিতে তবলীগের জন্য বীর মোজাহেদগণ পৌঁছেছিলেন এবং অনেক বেদনাদায়ক ও স্মরণীয় কাহিনীর জন্ম হয়েছিল। তাঁদের কুরবানীকে স্মরণ করে এখন আমাদেরকে আগে বাড়তে হবে। এর জন্য আমি এই অঞ্চলে ওয়াক্‌ফে আরযীর ঘোষণা দিয়েছি। আমি ঐ সমস্ত বন্ধুদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, ওয়াক্‌ফে আরযীতে যাবার পূর্বে এই অঞ্চলের লোকদের উঠা বসা ব্যবহার সম্বন্ধে জানুন এবং তাদের ভাষা শিখুন। হুযূর (আইঃ) শেষে বলেন, ওয়াক্‌ফীনে আরযীদের দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। দোয়াই হল আমাদের মূল অস্ত্র।

স্বাধীনতা বনাম স্ব-অধীনতা

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

স্বাধীনতার তাৎপর্য ও সীমানা সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান ধারণা যত স্পষ্ট ও গভীর হবে ততই ইহাকে গঠনমূলক কাজে লাগানো যাবে। জড় জগতে স্বাধীনতা বা পরাধীনতার কোন প্রশ্ন নেই। প্রাণী জগতে (মানুষ ব্যতীত) গাছ বৃক্ষের বেলাতে এ প্রশ্নের তেমন কিছু চিহ্ন দেখা যায় না। উচ্চতর প্রাণীর (পশু পাখী মাছ ইত্যাদি) বেলায় দেখা যায় প্রাকৃতিক বিধান মতে ওরা যার যার পরিমণ্ডলে অনেকটা স্বাধীন। ওরা করে যায়—এমন যখন যা চায়। তবে সীমিত তথা নির্দিষ্ট মননশীলতার দরুন এদের স্বাধীনতাও খুবই সীমিত। ওরা সাধারণতঃ মানুষের দ্বারাই পরাধীন হয়ে থাকে। মানুষ তার প্রয়োজন মিটাবার জন্য অন্যান্য প্রাণীর স্বাধীনতা হরণ করে। তবে আদর যত্নে এদেরকে লালন পালন করে থাকে। মানুষের নিজের গরজে এই লালন পালন ওদের কাম্য কিনা — সে প্রশ্ন তোলার ওদের কোন শক্তি নেই। তাই আমরা কাজটা নির্বিবাদেই করে যাচ্ছি।

মানুষের কথায় আসা যাক। মানুষের মাঝে বিপুল মননশীলতা ও ভাংগা গড়ার শক্তি রয়েছে। আরো আছে হীনত্ব ও মহত্বের বীজ। সে তার মননশীলতাকে যেমন গড়ার কাজে বা মহত্ব বিকাশে লাগাতে পারে তেমনি পারে নিছক ভাংগা বা হীনত্ব বিকাশের কাজেও। এ সবের প্রেক্ষিতেই মানুষের স্বাধীনতার প্রয়োজন ও পরিধিকে বিচার করতে হবে। জীবন ধারণে মানুষ অন্যান্য প্রাণী হতে অনেক বেশী 'পর' ও পরস্পর নির্ভরশীল। পর নির্ভরশীল এই অর্থে যে, জড় জগতে এবং অন্যান্য প্রাণীর উপর নির্ভর না করে মোটেই সে জীবন ধারণ করতে পারে না। যদিও অন্যান্য প্রাণী আমাদের উপর নির্ভর না করেও বেঁচে থাকে। পরস্পর নির্ভরশীল বলেই মানুষ এককভাবেও জীবন ধারণ করতে সমর্থ নয়। জন্ম হতে আমরণ শুধু পরম স্নেহশীল মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন নয় জানা-অজানা, চেনা-অচেনা আরো অগণিত লোকজনের উপর নির্ভর করে আমাদের বাঁচতে হয়। এ সবের মাধ্যমে পরিবেশের মাঝে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এ ভারসাম্যকে ক্ষুন্ন না করে বরং যাতে আরো কল্যাণময় করে তোলা যায়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে আমাদের স্বাধীনতাকে কাজে লাগাতে হবে। নতুবা আমরাই অন্যান্য প্রাণী হতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

মানুষের মননশীলতার সীমানা নির্ধারণ সম্ভবপর বলে মনে হয় না। তবে এর কল্যাণকর ব্যবহারের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সীমানা টানা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। মানুষ যখন থেকে তার জীবনে মুক্তির আশ্রয় নিয়েছে, আদর্শকে বরণ করেছে, সংগঠন সংবিধান এসবকে স্থান দিয়েছে তখনই সে তার নিরংকুশ স্বাধীনতাকে হারিয়েছে। এ হারানোতে তার হার হয়নি বরং সে পেয়েছে প্রচুর। তার অগ্রগমন হয়েছে আকাশ চুম্বী। দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার মাঝে 'স্ব-অধীনতার'

সম্ভাবনাময় বীজ রোপিত আছে। ইহাকে নিজস্বভাবে ফুলে-ফলে শোভিত করে তুলতে হয়। পরাধীনতা সে সুযোগ হতে মানুষকে বঞ্চিত করে বলেই তা' এত অকাম্য। অপর দিকে যখনই সে যুক্তি আদর্শ সংস্থা সংবিধানকে অগ্রাহ্য করেছে তখনই তাকে মাশুল দিতে হয়েছে শুধু সম্পদে নয়, অঢেল রক্ত দিয়েও। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ তো আমরাই।

স্বৈর শাসনের অবসানে আমরা স্বাধীনতাকে আপন করে পেয়েছি। একে দেশ ও জাতি গড়ার কাজে পুরোপুরি লাগাতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেককে নিজের হীনত্বকে বশে রেখে মহত্বের বিকাশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এগোতে হবে। দেশ ও সমাজ গড়তে হলে মানুষ গড়তে হয় এবং এ গড়ার কাজ নিজেকে দিয়েই শুরু করতে হয়। এ ক্ষেত্রে অপরের ঘারে দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। যারা তা' করতে চায় তারা নিজকেই প্রথম ফাঁকি দেয় ও তৎপর তা' সমাজ এবং দেশে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, কোন দেশই এর অধিবাসীদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। অর্থাৎ অধিবাসীরা ধ্যান ধারণা আচার আচরণ, মিল মহব্বত, কাজে কর্মে যতটুকু এগিয়ে যায়, দেশও তত টুকুই এগিয়ে যায়। অধঃগতিতে একই নিয়ম কাজ করে।

স্মরণীয় যে, গড়ার কাজের পরিধি যত বাড়ে, সহযোগিতা, সহনশীলতা বিশেষ করে মিলিত প্রচেষ্টাকেও তত বাড়াতে হয়। এ সবের কোনই বিকল্প নেই। এসব মানব জীবনের বড় সম্পদ। এ গুলোকে আর কত অবহেলা করবো। এ সব হারানো ধনকে কুড়িয়ে নিতে হবে, জাতীয় জীবনে পুনর্বাসিত করতেই হবে। এ সবের পেছনে চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে মানবতাবোধ ও দেশ-প্রেম। ভেদবুদ্ধির প্রাধান্য দেশের জন্য ক্ষয়রোগ স্বরূপ।

অবাধ ও নির্বিবাদ নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা উল্লেখিত সব গুণাবলীর পরিচয় রেখে দেশ গড়ার কাজকে সাবলীল ও সম্ভাবনাময় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এবং ব্যতিক্রমে উল্টো যাত্রায় আবারও অন্ধকারের যাত্রী হওয়ার শংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আবারও সন্ত্রাসীদের হাতে দেশের স্বাধীনতাকে 'স্ব-অধীনতার' কর্ম অর্থাৎ সত্য সংযম সংগতি ও সংগ্রামের সুষ্ঠু সমন্বয় দ্বারা রক্ষা করতে ও দেশ গড়ার কাজে লাগাতেই হবে।

আবারও বলছি সুষ্ঠু নির্বাচনই সে সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। নির্বাচনে যাতে ভেজাল না ঢুকতে পারে সেজন্য সবারই সক্রিয় থাকতে হবে।

আপত্তির খণ্ডন

মাওলানা সালেহ্ আহ্মদ
সদর মুরব্বী

"আমি স্বপ্নে (দেখলাম) আমি আল্লাহ্ হয়ে গেছি। আমি বিশ্বাস করলাম যে প্রকৃতই আমি আল্লাহ্! তারপর আমি আসমান-যমীন প্রভৃতি সৃষ্টি করলাম:

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম ৪৬৪ পৃ:)

উত্তর

(ক) হযরত মির্যা সাহেবের লেখা আসল অংশটি এরূপ:

ورأيتني في المنام عين الله وتيقنت انني هو ولم يبق لي ارادة ولا خطرة ولا عمل من جهة نفسي وصرت كاناء منثلم بل كشيء تابطه شيء اخر واخفاه نفسي حتى ما بقي منه اثر ولا رائحة وصار كالمفقودين - واعني بعين الله رجوع الظل الى اصله وغيبوبته فيه كما يجري مثل هذه الحالات في بعض الاوقات على المحبين -

অর্থাৎ আমি স্বপ্নে নিজেকে আল্লাহ্র রূপে দেখেছি এবং বিশ্বাস করছি যে, আমিই তিনি এবং আমার নিজস্ব কোন ইচ্ছা, কামনা ও চিন্তা ভাবনাও নেই এবং স্বকীয় কর্মশক্তিও নেই এবং একটি ভরপুর পাত্রের ন্যায় হয়ে গেছি বরং এমন একটি বস্তুতে পরিণত হয়েছি যেটাকে অন্য কোন জিনিস বগল দাবা করে নেয় এবং নিজ সত্তায় উহাকে এমন ভাবে গোপন করে ফেলে যে উহার কোন কিছু প্রভাব, চিহ্ন ও নাম গন্ধও অবশিষ্ট থাকে না। এবং উহা বিলুপ্ত বস্তুর ন্যায় হয়ে যায় এবং স্বয়ং আল্লাহ্ বলতে আমি বুঝি যে, ছায়ার উহার আসলের দিকে প্রত্যাবর্তন হওয়া এবং উহার মধ্যে আত্মবিলীন হয়ে যাওয়া, যেমন কি না আল্লাহ্র প্রেমিকদের অনেক সময় এ সকল অবস্থা সচরাচর ঘটে এসেছে।

(খ) ইহা একটি স্বপ্ন ও স্বপ্নকে বাস্তবে নেয়া যুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা করা দরকার। যদি হুবহু অর্থ করা হয় তাহলে "বুখারী শরীফের" নিম্নের হাদীসটির অর্থ কি হবে?

ان رسول الله صلعم قال بينما انا نائم رايت في يدي سوارين من ذهب

(بخاري كتاب الرؤياء باب النفخ في المنام جلد ۴ ص ۱۳۴)

অর্থাৎ "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি দুই হাতে সোনার দু'টি (কাঙ্কন বা) বালা পড়ে আছি"। কিন্তু বাস্তবে কোন মুসলমান পুরুষের জন্য তো সোনার কোন জিনিস পড়া হারাম।

(গ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উপরোক্ত স্বপ্নটি বর্ণনা করার পর নিজেই স্বপ্নের তা'বীর বর্ণনা করেছেন। কিন্তু লেখক মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেব শুধু আপত্তি করার জন্য

এবং জনসাধারণের মাঝে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্য আপত্তি স্বরূপ একটা অংশ তুলে ধরেছেন বাকি অংশটুকু লিখেন নাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজেই উপরোক্ত স্বপ্নের তা'বীর করেছেন, তা এরূপ :

و ما نعنى بهذه الواقعة كما يعنى فى كتب اصحاب وحدة الوجود وما نعنى بذالك
ما هو مذهب الحلوليين بل هذه الواقعة توافق حديث النبى صلعم اعنى بذلك
الحديث البخارى فى بيان مرتبة قرب النوافل لعباد الله الصالحين -
(آئينه كمالات اسلام ص ٥٦٤)

অর্থাৎ আমি এই স্বপ্ন দ্বারা "ওয়াহদাতুল 'ওয়াযুদ" ফিরকার ন্যায় এই অর্থ নেই না যে আমি-ই খোদা। আমি হুলুলীদের (মুসলমানদের এক ফিরকা যারা বলে মানবদেহে কোন আত্মার অবতরণ পূর্বক অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া) ন্যায় ইহাও বলিনা যে, খোদা আমার মধ্যে অবতরণ পূর্বক অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছেন বরং আমার উপরোক্ত স্বপ্নের অর্থ ঐ যেমন বুখারী শরীফের নামাযের বরকতের হাদীসের অর্থ। (এই হাদীসে উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি বেশী বেশী নফল নামায পড়বে আল্লাহ্ তার জন্য বলেন যে, আমি তার হাত হয়ে যাই, তার পা হয়ে যাই, তার চোখ হয়ে যাই, তার কান হয়ে যাই। যদ্দারা সে ধরে, যদ্দারা সে চলে, যদ্দারা সে দেখে এবং যদ্দারা সে শুনে)

(بخارى كتاب الرقاق باب التواضع جلد نمبر ٤ صفحه ١٠

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজের স্বপ্নের যা তা'বীর করেছেন তা' আমাদেরকে স্পষ্ট ভাবে বলে দেয় যে, তিনি কি বলেছেন এবং তাতে আপত্তির কিছুই নেই।

(ঘ) সৈয়দ আব্দুল গনী নাবলূসী (রহঃ) প্রণীত "তা'তীরুল আনাম ফি তা'বীরেল মানা'ম" পুস্তকে লিখিত আছে :

من رأى فى المنام انه صار الحق سبحانه وتعالى اهتدى الى الصراط المستقيم صفحه ٧

অর্থাৎ যেই ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে খোদা হয়ে গিয়েছে, তার তা'বীর হলো যে, খোদাতা'লা তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

(ঙ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তো শুধু স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীয়ার বড় বড় বুযুর্গানরা কি লিখেছেন তা নিম্নে দেয়া হলো। তাদের সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য কি হবে?

হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার (রাহঃ) লিখেন :

من خدايم من خدا فارغ از كينه واز كبر و هوا

অর্থাৎ বিদ্বেষ, অহংকার ও লোভ লালসা থেকে মুক্ত হয়ে আমি খোদা হয়ে গিয়েছি, আমি খোদা হয়ে গিয়েছি, আমি খোদা হয়ে গিয়েছি।

(فوائد فريديه مترجم بار اول صفحه ٨٥)

হযরত মইনুদ্দীন চীশ্‌তী (রাহঃ) বলেন যে,

نه عصيان ماند نے طاعت — شدم محو اندراں ساعت
چناں گشتم دراں حالت — كه وے من گشت و من وے

অর্থাৎ যখন আমি (আল্লাহ্‌র) মধ্যে বিলীন হয়ে গেলাম তখন না আনুগত্য বাকী থাকল না অবাধ্যতা, সেই মুহূর্তে আমি তাঁর মধ্যে এইরূপ ভাবে বিলীন হয়ে গেলাম যে, আমি তিনি (আল্লাহ্) হয়ে গেলাম এবং তিনি (আল্লাহ্) আমি হয়ে গেলেন।

ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে সাম্প্রতিক বিশ্ব

মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

"আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি" উহা পরম প্রজ্ঞাময় সর্বশক্তিমান মহান স্রষ্টার পক্ষ হতে আগত এ যুগের পূণ্যাত্মা ইমাম হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর পূর্বের একটি শাশ্বত ভবিষাদ্বাণী ; যা বর্তমান দিনে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। আজ বসুধায় যে দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করি না কেন, নজরে পড়ে, বিচিত্র ধরণের দৈব দুর্বিপাক, বিবাদ বিসম্বাদ, আর হীন ষড়যন্ত্রের সাময়িক যন্ত্রণা। অনাবৃষ্টিতে কখনও বা শস্যহানি অতি বৃষ্টিতে বন্যা, ভূকম্পনে লাখো প্রাণের মৃত্তিকা চাপা, আবার জলোচ্ছাসে বিস্তৃর্ণ এলাকাবাসীর সলিল সমাধি, যুদ্ধাগ্নির কবলে পড়ে বহ্নিদাহ, ইত্যাকার প্রাকৃতিক বিবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির হিংস্র ছোবলে, বসুমতির বাসিন্দাকুল আজ নিদারুণভাবে নিরুপায়, নিষ্প্রাণ। বিষাক্ত গ্রাসে জন জীবন আজ বিধ্বস্ত, বিপাকগ্রস্থ। পৃথিবীর তাবৎ অর্থের সিংহাংশ ব্যয়িত হচ্ছে মানুষকে মারার ষড়যন্ত্র ও যন্ত্র আবিষ্কারে। মানুষকে মারাই যেন মানুষের আজ প্রধান দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে নিউট্রন আর এটম বোমা আবিষ্কারের। এর বিষক্রিয়ার ফলে কেবলই মারা যাবে খোদার গৌরবের সৃষ্টি মানুষগুলি, আর অটুট অক্ষয় থাকবে তার ব্যবহারের দ্রব্যগুলি। শত আফসোস ! বিকৃত মস্তিষ্কের এই অনাকাঙ্খিত ফলশ্রুতির জন্য।

এমনিভাবে, একদিকে উপর্যোপরি প্রচণ্ড প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আর অন্যদিকে মানুষের দ্বারা মানুষকে মারার যুদ্ধানলের অশনি সংকেত। তার উপর জমে উঠেছে ঘাতক হিরোইন এবং কোকেন সেবনের বাড়ন্ত ভয়াবহতা। সব মিলে মর্ত্যবাসী মানুষ এখন বিবেক হারা উন্মাদ। সুন্দর সাবলীল ও সহজ সরল জীবন যাপনের কোন অবকাশ যেন বাকী নেই। জলেও শান্তি নেই, স্থলেও স্বস্তি নেই, এমন কি আকাশেও নিরাপত্তা নেই। ভূ-পৃষ্ঠে আশ্রয় নেই, স্বদেশে ঠাঁই নেই, বিদেশেও বান্ধব নেই, কোন খানেই আশীষ নেই। কোন সমাজেই সমাদর নেই। বিরাজমান হতাশা ও নিরাশার দীর্ঘ শ্বাস মর্ত্যের মানুষের মনে ধিকি ধিকি জ্বলছে সর্বত্রই।

মানুষ যা ভাবে তা ঘটে না ; যা ঘটে তা ভাবে না। যখন আশা করে, তখন আসে না ; যখন আসে তখন অভিসম্পাত হয়ে আসে। দুঃখ, বেদনা, নৈরাশ্য, হতাশা, রোগ, শোক, যাতনা ও প্রতারণার এমনিতর অগণনীয় আপদ বিপদের অবিরাম আনাগোনায় মানুষের চরণ যুগল আজ বিকলাংগ, মস্তিষ্ক প্রায় নিষ্ক্রিয়, আত্মা আজ ক্ষতবিক্ষত। যুগের আবর্তে নিপতিত হয়ে মানুষ উল্কার গতিতে বিরামহীন ছুটছে বটে ; কিন্তু ভ্রান্ত পথের অন্ধগলিতে দুর্বার গতিতে ধেয়ে কেবলই অনিশ্চয়তার বিভ্রান্তিতে ভুগছে, ভুগছে অস্থিরতায়। শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষ শুধুই কেবল এজ্মা রোগীর মত হাঁপিয়ে মরছে। কিন্তু শান্তির সন্ধান মিলেনি, প্রশান্তি খুঁজে পায়নি, হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ হয়নি, আত্মার আত্মীয়ের পরিচয় লাভে সমর্থ হয়নি।

গণণচুম্বী অট্টালিকা, ভূ-গর্ভে প্রাপ্ত বিস্তৃর্ণ তেলাধার, গ্রহ-নক্ষত্রে ছুটার কলাকৌশল, বায়ু জাহাজ, দীর্ঘায়ু লাভের অক্সিজেন সিলিণ্ডার, গর্ববর্দ্ধনকারী শিক্ষাধারী সন্তান, ধন-মান-সম্মান এ সবই মানুষ পেয়েছে ; সবই তার হয়েছে। কিন্তু তবু যা পায়নি, যা হয়নি, তা হলো "সুখ আত্মার খাদ্য, হৃদয়ের প্রশান্তি, অভীষ্ট সত্যের সন্ধান"। তাই আজ মানুষের হতাশার দীর্ঘশ্বাস, বিচলিত বিচরণ, পরাজয়ের গ্লানি ; ব্যস্ততার অস্থিরতা আর আত্ম প্রসাদের দৈন্যতা। কিন্তু এখানেই তার যবনিকা নয় ; এতেই মানুষের অশান্তির সমাপ্তি নয়। জগদ্বাসীর জন্য যা আরও বেশী বেদনার কথা, ভাবনার কথা, তা হচ্ছে জগৎপতির ক্ষুব্ধ তিরস্কার। বিশ্বপৃষ্ঠে একদিকে যেমন মানুষ মানুষে কলঙ্ক-কলহ, বিভেদ-বিচ্ছেদের নির্মমতা, অন্যদিক হতে আসছে মহান খোদার ভয়াল শাস্তির উপর্যোপরি ছোবলধারা ; কখনও বা অকস্মাৎ দৈব ছোবলে বিধ্বংস হচ্ছে একছত্র স্বৈর শাসক যার অপ্রতিহত তথাকথিত ধর্মীয় শাসনের বলিষ্ঠ আগ্রাসনে স্বীয় দেশবাসী অনেকেই হয়েছে স্বদেশত্যাগী। কখনও বা নীলাম্বর অম্বুরাশির করাল গ্রাসে ছয়লাব হচ্ছে মেহনতী কৃষকের সবুজ ফসল। আবার কখনও বা ধরিত্রীর ক্রোধ কম্পনে নিমিষে নিঃশেষ হচ্ছে লাখো মানুষের সাজানো সংসার। এমনিতর ক্লেশের ক্রোধাগ্নিতে নিপতিত হয়ে গণজীবন আজ বনগামী, ভয়ে শোকাতুর, বেদনায় ব্যথাতুর, বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ে জীবন্মৃত।

ধনাঢ্য আর ধনহীন, অজত আর বিজত, উচ্চ আর ম্লেচ্ছ, জ্ঞানী আর বিজ্ঞানী, যুবা আর বৃদ্ধ সবার কণ্ঠে সমস্বরে আজ উচ্চারিত হচ্ছে একটিই মাত্র শ্লোগান, "হায় ! পৃথিবীতে আজ এ কি হতে চলছে ! যদি আত্ম হননই শ্রেয় হতো, তবে কতই না মঙ্গল হতো আমাদের জন্য।" সঙ্গত কারণেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত বান্দা হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) কাদিয়ানী আজ হতে প্রায় ৯০ বছর পূর্বে এ কথা ঘোষণা করে ছিলেন যে, "সেদিন তোমাদের বুদ্ধি বিকল হইবে। হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ। হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি।"

কিন্তু এ কথা সর্বজন বিদিত ও অভ্রান্ত যে এ জগৎ খোদাতা'লার আদৌ কোন অহেতুক সৃষ্টি নয়, অমূলক কল্পনার খামখেয়ালী আয়োজন নয়। ইহা মহামহীয়ান সর্বজ্ঞানী নিপুণ কারিগর শ্রেষ্ঠ খোদার সুনিপুণ প্রজ্ঞাময় সৃষ্টি। তিনি এরশাদ করেছেন, "তিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ। তুমি রহমান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামাঞ্জস্য দেখতে পাবে না। অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তুমি কি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখতে পাও ? অতঃপর তুমি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, পরিশেষে তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে তোমার নিকট ফিরে আসবে। কিন্তু তথাপি বিলক্ষণ কোন অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হবে না"। (সূরা মূলক—রুকু-১) হাদীসে এসেছে—"মানুষ যখন স্রষ্টাকে হারিয়ে ভ্রষ্ট পথে গমন করতে থাকে তখন স্বয়ং রহমান খোদা তাঁর বান্দাকে এমনি

ভাবে তালাশ করতে থাকেন, যেমনিভাবে স্নেহময়ী মা তার হারানো সন্তানের সন্ধান খোঁজেন। সুতরাং ইত্যাকার সুস্পষ্ট উক্তিসমূহ হতে আমরা নির্দ্বিধায় ও দৃঢ় প্রত্যয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই সুবিশাল সৃষ্টিতে অবশ্যই রয়েছে সুমহান স্রষ্টার সোহাগ মাখা হস্তের অনুপম স্পর্শ। তাতে কোন সংশয় নেই, কোন বিতর্ক নেই। এতে রয়েছে প্রেমময় খোদার অপার মহিমার স্পর্শ, অনুরাগের ছোঁয়া, প্রেমের পরশ, স্নেহের হাতছানি আর অশেষ অনুকম্পা। সর্বোপরি মানুষ তাঁর "আশরাফুল মাখলুকাত"। অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে যদি প্রকৃষ্ট সত্য ইহাই হয় যে, মানুষ তার অতীব সোহাগের সৃষ্টি, হৃদয়ের মনি আদরের ধন, স্নেহের মানিক্য, তবে কেন আজ মানুষ ও তার নিবাস ভুমির প্রতি খোদাতা'লা এত বীতস্পৃহ? তাঁর এহেন বিরাগ আচরণ? অশোভন দৃষ্টি আর খর্ব শাসন? কেন আজ মানুষের এ অচিন্ত্যনীয় দুর্ভোগ, দুর্ভেদ্য দুর্দশা, শোচনীয় পরাজয় আর অবর্ণনীয় শোকগাঁথা ও ক্রন্দন? কেনইবা আজ প্রাকৃতিক হিংসাত্মক বিপর্যয়ের করাল গ্রাস ও তাদের জিঘাংসার প্রলয়নৃত্যে এ বিশ্ব ও তার বক্ষে বিচরণকারী তাবৎ অস্তিত্ব এত কম্পমান? নব নব কায়দা ও ভীবৎস মূর্তি নিয়ে কেনই বা অহর্নিশি কিয়ামত সদৃশ প্রলয়ংকরী বিপদরাশি অবনীবক্ষে আঘাত হেনে তকে ওলট পালট করে দিচ্ছে?

হে বন্ধুবর! এ বিরূপ ক্রিয়া কর্মের একটিই মাত্র মূল কারণ। আর সে প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন — "যে ব্যক্তি হেদায়াত অনুসরণ করে, সে কেবল তাহার নিজ আত্মার মুক্তির জন্যই অনুসরণ করে। এবং যে বিপদগামী হয় সে তাহার নিজের ক্ষতির জন্যই বিপদগামী হয় এবং কোন বোঝা বহনকারী অন্য কাহারও বোঝা বহন করিবে না। **এবং আমরা কখনও পৃথিবীতে আযাব প্রেরণ করি না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাহাদের মধ্যে রসুল না পাঠাই**" (সূরা বনী ইসরাঈল রুকূ-২) সুতরাং তাঁর সুনিপুণ সৃষ্টি এ মেদিনী বুকে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে স্থাপন করার মাঝে খোদা তা'লার এমন কোন অভিলাষ বা পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না যে, তিনি তাঁর এ সযতনের সৃজনকে যাতনার পর যাতনা দিয়ে দুমরে মুচ্‌রে পিষিয়ে মারবেন। আর তিনি তাঁর সৃষ্টির এহেন নিরুপায় পরিস্থিতি দর্শনে কেবলই উল্লাসে আত্ম প্রসাদ লাভ করবেন। তাঁর প্রতি এমন ধরণের অহিতৈষী বাসনা আরোপ করা, বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। পরন্তু আজ হতে প্রায় দেড় হাজার অব্দ পূর্বে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহান খোদাতা'লা তাঁর প্রিয় রসূল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর সাথে একটি মর্মস্পর্শী ও দয়ায় ভরা ওয়াদা করেছিলেন যে, আখেরী যামানায় যখন ইসলামের দুর্দিন নেমে আসবে, দুনিয়াতে যখন ইসলামের প্রকৃত অনুশাসন থাকবে না, মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে একে অপরের প্রতি নির্লজ্জ অপবাদ দিয়ে কাঁদা ছোড়াছোড়ি করবে। ঠিক সেই ক্রান্তি লগ্নে আকাশ হতে একজন প্রত্যাদিষ্ট পবিত্র প্রতিনিধি আবির্ভূত করে তার মাধ্যমে ইসলামকে

এবং মানবজাতিকে এই ঘোর দুর্দিনের দুর্দশা হতে উদ্ধার করে, আলোর পথ দেখাবেন। তখন যারা তাঁর এ নাড়াতে সাড়া দিয়ে লাব্বায়েক বলে মাহ্‌দীর সকাশে আত্ম সংস্কারের প্রস্তাব ও শান্তির বারতা উপস্থাপন করবে, তাদের জন্য সেদিন কোন ভয় থাকবে না। সাথে আরো বলা হয়েছিল যে, হামাগুঁড়ি দিয়ে বরফ-গিরি অতিক্রম করে হলেও তাঁর কাছে পৌঁছে মহানবী (সাঃ)-এর সালাম পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু যারা অবজ্ঞায়, অবহেলায়, কিংবা বিরোধিতায় মত্ত হয়ে ঐ মহাপুরুষ মাহ্‌দীর পথকে পরিহার করবে, তার পরিণাম হবে বড়ই শোকাবহ ও মর্মন্তুদ। খোদাতা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি মত ঠিকই তাঁর প্রতিনিধি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)কে যথাসময়ে পাঠিয়েছেন মানুষকে লেকা এলাহীর সন্ধান দিতে। কিন্তু পৃথিবীবাসী তাঁকে গ্রহণ করার দায়িত্ব ও কর্তব্য তো পালন করেই নি। উপরন্তু সেই মসীহ (আঃ)-এর দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াসে সর্বশক্তি প্রয়োগে যেন বদ্ধ পরিকর। কিন্তু সর্বশক্তিমান খোদাতা'লা মানুষের এ যৌথ সঙ্কল্পের দরুণ অসন্তুষ্ট। তিনি তাঁর ওয়াদার কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাতিশয় দৃঢ়। তাই তিনি অধুনা ধরণীর আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সকল শক্তির উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে সুকঠিন কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন যে, "হে মানুষ তোমরা শোন! পৃথিবীর বুকে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু খোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহা পরাক্রমশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তিনি তাঁহার সত্যতাকে প্রকাশ করিবেন" (আল ওসীয়্যাত-১৯০৫)। দুঃখের সাথে বলতে হয়, মানুষ আল্লাহ্‌র এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেনি।

সুতরাং, মর্ত্যবাসী যেহেতু মহান খোদার সিদ্ধান্তের বিপরীত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নেই একান্ত প্রয়াসী, সেহেতু খোদাতা'লাও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল অনড়। সুদীর্ঘ হাজার বছর যাবৎ তাঁরই রাজ্যে তাঁরই সৃষ্টির দ্বারা বহু অন্যায় বহু অকল্যাণ অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। এতদিন তিনি তা' সহ্য করে গিয়েছেন। কিন্তু এবার তিনি রুদ্রমূর্তিতে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন এবং তাঁর সতর্ক বাণীকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করবেন। তাঁর অবাধ্যতার ফল-শ্রুতিতেই আজ পৃথিবী পৃষ্ঠে শুরু হয়ে গেছে বিপর্যয়ের এহেন তাণ্ডবলীলা ও বিশ্ব-বিপন্নকারী বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা। পৃথিবীর চতুষ্কোণ হতে কল্পানাতীত বিপদরাশির কৃষ্ণ ছোবল আজ মানুষের বেঁচে থাকার সাধকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। এমন ধরণের প্রলয়লীলার হিংস্র ছোবল পৃথিবী সৃষ্টি অবধি কেউ কোন দিন দেখেনি এবং শুনেও নি। তবে এখন যা ঘটছে, তা কেবল প্রারম্ভ মাত্র। এর ভয়াবহতার ব্যাপ্তি ও পরিসমাপ্তি কেবল আল্লাহ্‌ই জ্ঞাত।

রক্তের স্রোত প্রবাহিত হবে, অন্তরীক্ষের বিহঙ্গকুল আশ্রয়হীন হবে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান ওলট পালট হবে, যা দেখলে আদৌ মনে হবে না যে, এখানে পূর্বে কোন জনবসতি ছিল। এ সব দুর্যোগসমূহ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন হবে। জ্যোতিষ ও দর্শনজ্ঞানের পুঁথি পুস্তকে এমন ধরণের অঘটন ঘটার কারণ খুঁজে পাওয়া

যাবে না। তখন মানুষের কণ্ঠে শুধু উৎকণ্ঠার চিৎকার ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। উত্তরোত্তর এসব বিপদ রাশির ক্ষিপ্রতা কেবলই তীব্রতর রূপ ধারণ করতে থাকবে। খোদার অনুকম্পা ছাড়া এইসব সংকট হতে পরিত্রাণের কোন উপায় থাকবে না। এসব আপদমালা আসার একটিই মাত্র কারণ যে, খোদার প্রতিশ্রুত সতর্ককারী যুগের ইমাম পৃথিবী পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়ে জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন "যদি (সতর্ককারী রূপে) আমি না আসতাম তবে আল্লাহ্‌র ক্রোধজনিত এসব বিপদ রাশির আগমনে আরো কিছু বিলম্ব ঘটিত। কিন্তু আমার আগমনের সাথে সাথেই খোদাতা'লার গোপন ক্রোধ, যা দীর্ঘদিন যাবৎ লুক্কায়িত ছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কারণ, তিনি কোন সতর্ককারী না পাঠাইয়া পৃথিবীতে আযাব প্রেরণ করেন না।" তিনি তাঁর প্রণীত নযমের কিতাব "দুররে সামীনে" অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে আরো বলেছেন : "হে জগদ্বাসী !

আসন্ন প্লাবন হইতে এখন কোন তরীই
তোমাদেরকে বাঁচাইতে পারিবে না।
এখন তোমাদের সকল প্রচেষ্টাই নিস্ফল হইয়াছে ;
কেবলমাত্র অনুতাপ গ্রহণকারী খোদার দিকের
পথটিই এখনো খোলা।"

তবে হে সত্য-অনুসন্ধিৎসু ভ্রাতা ! খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপকারীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি সদা জাগ্রত। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন — "অতএব, যাহারা ঈমান আনে এবং নিজেকে সংশোধন করে, তাহাদের জন্য কোন ভয় থাকবে না, অথবা তাহারা কোন দুঃখ ভোগ করিবে না। কিন্তু যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, শাস্তি তাহাদিগকে অবশ্যই ধৃত করিবে। যেহেতু তাহারা অস্বীকার করিয়াছে"। (সূরা আনআম রুকূ-৫)। সুতরাং বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি রহমান রহীম গুণে গুণান্বিত। তাঁর অনুপম প্রেম ও অগাধ ভালবাসা সমস্ত সৃষ্টিকেই আগ্‌লে রেখেছে। পাক কালামে তিনি আরো বলেছেন — "যাহারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক ব্যবস্থা রহিয়াছে"। (সূরা আল-হজ্জ রুকূ-৭)। তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আসন্ন বিপদের প্রেক্ষিতে বলেছেন —

"অশ্রুজল দ্বারা, হে বন্ধুগণ !
তোমরা ইহার প্রতিকার কর।
নতুবা, এখন আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষিত হইবে"।।

ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে সাম্প্রতিক বিশ্ব এবং তার পরিস্থিতি সম্পর্কে এখানেই আলোচনার সমাপ্তি টানতে চাই। পরিশেষে শুধু এইটুকুই জ্ঞাত করাতে চাই যে, এতক্ষণ আমি আমার জ্ঞানের পরিধিতে যতটুকু বলার প্রয়াস করেছি, তাতে অবশ্যই আপনার

(অবশিষ্টাংশ ২১-এর পাতায় দেখুন)

টুরে গেলাম নাটোরে

আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বাংলাদেশ প্রধান জনাব আব্দুল হাদী আমাকে রাজশাহী বিভাগীয় ইজতেমায় যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে নাটোরের উপকণ্ঠ তেবাড়ীয়াতে।

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে। আমি এককালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের খোদ্দাম প্রধান ছিলাম। আর সে কারণেই হয়ত খোদ্দামের ডাক আমি উপেক্ষা করতে পারি না। খোদ্দামের কাছে এলে মনে হয় আমার বয়স যেন অনেকখানি কমে গেছে। খোদ্দামের উদ্দামতা আমার দেহ মনে তারুণ্যের স্পর্শ লাগিয়ে দেয়। তাই উত্তর বঙ্গের শীতের হিমেল হাওয়াকে উপেক্ষা করে ৩রা জানুয়ারী ১৯৯১ সকাল ৭-৩০ মিনিটে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে জামা'তের নিজস্ব লাল মাইক্রোবাসে চড়ে যাত্রা শুরু করলাম।

আমাদের কাফেলার আমীর ছিলেন আঞ্জুমানের অন্যতম নায়েবে আমীর জনাব ভিজির আলী। সদর মুরব্বী মৌলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী ছিলেন আমাদের যন্ত্র যানটির চালক। তার সুদক্ষ চালনা কৌশল দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, আমাদের এই সব নবীন আলেমগণ যেমন ধর্মীয় জ্ঞানে সুপণ্ডিত তেমনি তারা অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমান পারদর্শী। নায়েবে আমীর, সদর মুরব্বী এবং আমি ছাড়া আরো একজন সফর সঙ্গী ছিলেন খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার অন্যতম সেক্রেটারী রফিক আহমদ সাহেব। রফিক অর্থ সুসঙ্গী। হ্যাঁ, ইনি সুসঙ্গী বটে। একবার ভারত ভ্রমণেও তিনি আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সাথী ছিলেন। যাত্রা পথে পদ্মার বুকে ফেরীর দ্বিতলে বসে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির সূত্র ধরে বেশ কিছু তবলীগও হল। সুন্দর সুন্দর রসাল কথায় এবং পাঁচজন সফর সঙ্গীর খোশ মেজাযে আমাদের এই সফরটি ছিল আনন্দ ঘন রসে ভরা।

উল্লেখ্য যে, আমাদের মোটরযানটি একটি আশীষ মণ্ডিত বাহন। আমাদের প্রিয় ইমাম (আইঃ) এটি তবলিগী কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ জামা'তকে উপহার দিয়েছেন। খলীফা প্রদত্ত গাড়ীর চালক একজন মৌলানা। চমৎকার সংযোজন! সত্যি, যাত্রী হিসাবে আমরা সবাই ভাগ্যবান!

বেলা ৩-১৫ মিনিটে আমরা নাটোরে গিয়ে পৌঁছালাম। পূর্ব থেকেই হোটেল রোখসানায় আমাদের সিট রিজার্ভ থাকার কথা। কিন্তু গিয়ে শুনলাম নাটোর চৌধুরী বাড়ী থেকে নাকি নিষেধ করা হয়েছে এ ব্যাপারে। কেন? জানলাম, চৌধুরী বাড়ীর ফরমান, থাকা খাওয়া আমাদের চৌধুরী বাড়ীতেই করতে হবে। নাটোরে এসে হোটেলে থাকা চলবে না। বলে রাখি, এই নাটোর চৌধুরী বাড়ীর কৃতী পুরুষ ছিলেন খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী এম, এ, বি টি। অবিভক্ত বাংলার আমীর ছিলেন এই স্বনামধন্য বুযুর্গ ব্যক্তিত্বটি।

চৌধুরী বাড়ীর জনাব আবদুস সালাম খান চৌধুরী, আবদুস সাত্তার খান চৌধুরী এবং জনাব জনাব জাকি খান চৌধুরী সাহেব আমাদের অনেক সেবা যত্ন করেছেন। জাযাহুমুল্লাহ। রাতে সুস্বাদু খাবারের পর আরামদায়ক নরম বিছানা এবং সকালে গরম পানি গরম চা সবই তাঁরা সরবরাহ করেছেন।

শুক্রবার সকালে রাণী ভবানীর বাড়ী এবং দীঘাপাতিয়ার জমিদার বাড়ীর (উত্তরা গণভবন) পাশ দিয়ে এক চক্কর ঘুরে এলাম। জুমুআর নামায পড়লাম তেবাড়ীয়াতে নির্মাণাধীন আহ্‌মদীয়া মসজিদে। নামাযের পর ছিল আমার বক্তৃতা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক রাজিব উদ্দীন আহমদ। এরপর খাবার দাবার সেরে রাজশাহী যাত্রা। ইজতেমায় রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খোদ্দাম ও আনসাররা এই প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ উপেক্ষা করে উন্মুক্ত মাঠে ছাদহীন মসজিদে সামিয়ানার নীচে এসে সমবেত হয়েছিলেন একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায়। বিভাগীয় কায়েদ মাহমুদুল হাসান ফুলুর অক্লান্ত চেষ্টায় এবং অন্যান্য খোদ্দামদের (সকলের নাম নেয়া সম্ভব হল না) সহযোগিতায় ইজতেমাটি সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সন্ধ্যার পর আমরা তাহেরাবাদ জামাতে গিয়ে পৌঁছলাম। বাঘা থেকে দক্ষিণে পদ্মার পাড়ে অবস্থিত এই জামা'ত। জামা'তের সদস্যদেরকে দেখে আমাদের সফরের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। সকলের চেহারায় বুদ্ধির ছাপ। খোদ্দামদের মধ্যে অনেকেই এস, এস, সি, থেকে বি, এ, পর্যন্ত লেখা পড়া করেছেন। ঐ এলাকায় ইউনুস সাহেবই হলেন প্রথম আহ্‌মদী। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে বক্তব্য রাখলাম। যে বাঁধ ডিঙ্গিয়ে পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালা প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে পৌঁছেছে আহ্‌মদীয়াতের সঞ্জীবনী বারি ধারা। আহ্‌মদীয়াতের জয় গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে নীরব নিভৃত গ্রাম। পদ্মার ওপারে নাসিরাবাদ। এক তীরে নাসিরাবাদ, অপর তীরে তাহেরাবাদ, মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আবহমান কালের পদ্মা।

রাজশাহী থেকে ইজতেমায় এসেছিলেন অধ্যাপক তারেক সাইফুল ইসলাম এবং জনাব বি. এ, এম, এ, সাত্তার সাহেবান। সাত্তার সাহেব আমাদের সঙ্গে ফিরে গেলেন। রাতে পৌঁছলাম রাজশাহীতে। মোবাশ্বেরুর রহমান সাহেবের বাসায় রাতে খেলাম। জনাব ভিজির আলী সাহেবের কন্যা মোবাশ্বের সাহেবের সহধর্মিণী নিজ হাতে রান্না করেছেন সুস্বাদু খাদ্য। চিকেন সুপ গরম গরম খেয়ে উত্তরাঞ্চলের শীতকে অনেকটা চাপা দিলাম। এরপর কাফেলা দুই ভাগে ভাগ হয়ে একভাগ থেকে গেলেন ওখানে, অপর ভাগ সাত্তার সাহেবের বাসায়। সাত্তার সাহেবের কন্যা উজালা এবং পুত্র মুনীর আমাদেরকে স্বাগত জানাল। ভিজির আলী সাহেবের দৌহীত্র তিফল মুশফেক খুব বুদ্ধিমান ছেলে। ফেরার সময় মা বোনদের সাথে সেও আমাদের সঙ্গী হল। আমরা যখন পাবনায় এলাম তখন ভিজির আলী সাহেব বল্লেন, "আমরা এখন পাবনার উপর দিয়ে যাচ্ছি।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৌহীত্র মুশফেক বলল, "পাবনা শহর কি মাটির নীচে? নীচে না হলে আমরা উপর দিয়ে যাচ্ছি কি করে?" আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের আতফালদেরকে বুদ্ধী দীপ্ত করুন।

পরের দিন সকালে কেন্টন মেন্টে গেলাম আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। কর্ণেল সাহেব তখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদেরকে দেখে তিনি তার প্রোগ্রাম পাল্টে দিলেন। অনেকক্ষণ আলাপ হল, চা, নাস্তা হল, বই দিলাম। তারা মিয়া বিবি দু'জনেই আমাদের কাফেলাকে দুপুরে খাবার দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সময়ের অভাবে সে দাওয়াত রক্ষা করা গেল না। আমরা রাজশাহী থেকে কাফুরা জামা'তে যাত্রা করলাম। কাফুরায় পৌঁছে দেখা হল একজন ধনবান ব্যক্তির সাথে। শুনলাম, ইনি আহ্‌মদী হয়েছিলেন। বর্তমানে ব্যক্তিগত মত পার্থক্যের কারণে দূরে সরে গেছেন। এমনি আর একজনের সঙ্গে দেখা হল। আঞ্জুমানে আসার জন্য দাওয়াত করলাম। এলেন, আলাপ হল। জিজ্ঞেস করলাম, আহ্‌মদী হয়ে আবার ছেড়ে দিলেন কেন? বল্লেন, ব্যক্তি কেন্দ্রীক কিছু কথা। জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি আহ্‌মদী জামা'তের আকীদায় কোন ভুল দেখে ফিরে গেছেন? বল্লেন, না। আহ্‌মদীয়াত সত্য তবে অমুক অমুকের মধ্যে ত্রুটি আছে। আমরা বল্লাম, অমুক তো আর আহ্‌মদীয়াত নয়। আপনি অমুককে আহ্‌মদীয়াতের 'প্রেসক্রিপশন' অনুযায়ী চিকিৎসা করে ভাল করে নেন না কেন? অমুক সুস্থ হয় না বলে কি আপনি মরে যাবেন? দেখলাম, তার চোখে পানি ছল ছল করছে। আল্লাহ্‌ এদেরকে সত্য পথে চলবার শক্তি দান করুন, আমীন।

ফিরার পথে নাটোরে এক আহ্‌মদীর নূতন বাসায় দোয়া করতে গেলাম। এরা মহারাজপুরের লোক। মোখালেফাত সহ্য করতে না পেরে হিজরত করে এখানে চলে এসেছেন। গ্রামে মৌলবীরা তাদের সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে বাড়ীতে হামলা করে, লুট করে, ক্ষতি সাধন করে। বল্লাম, আল্লাহ্‌ হিজরতের পুরস্কার দিবেন। এখনই কিছু পেতে শুরু করেছেন। ছিলেন গ্রামে, এসেছেন শহরে। ছিল টালি-মাটির ঘর, পেয়েছেন পাকা বাড়ী। আল্লাহ্‌-তা'লা কারো ঋণ রাখেন না। ওখানে নাস্তা খেয়ে, দোয়া করে যাত্রা করলাম। রাত ৯-৩০ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছলাম।

নববর্ষের প্রথম এই সফর আল্লাহ্‌তা'লা মোবারক করুন, আমীন!

(১৮ পৃঃ পর)

অন্তরাত্মার পবিত্র সত্তা জাগ্রত হয়েছে। এবার আপনি এসবের সত্যাসত্যের সন্ধানে পাগল প্রায় ছুটে গিয়ে আত্মার মুক্তির পথ খুঁজে নিন। আর অপেক্ষা করার অবকাশ নেই। কারণ সময়ের অনেকটুকুই অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। জীবন-তপন অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই মহান খোদার এ কল্যাণকর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে, যুগের ইমামের হস্তে বয়াত গ্রহণ করা উচিত। নতুবা এ দুর্ভোগের আমানিশা দূরীভূত হবে না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে গ্রহণের মাঝেই লুক্কায়িত আছে আমাদের সকলের শান্তি। নতুবা হাদীসে এসেছে — "যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মানিয়া মৃত্যু বরণ করিবে, তাহার মৃত্যু, জাহেলিয়াতের অবস্থায় হইবে"।

হে পরম করুণাময় খোদা! বিশ্বের সকলকে আপনার প্রিয় প্রতিনিধি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)কে গ্রহণ করার তৌফীক দিয়ে সাম্প্রতিক বিশ্বকে এহেন অশান্তির শোচনীয়তা ও বিপদ রাশির তমসা হতে উদ্ধার করে নির্মল শান্তি ও অনুপম প্রেমে ভরে দাও। কারণ কেউ যেন কোন দিন একথা বলতে না পারে যে, এ পৃথিবী পৃষ্ঠ কেবলই কষ্ট ক্লেশের আবাসস্থল ছিল, শান্তির পথ-প্রদর্শক ও সতর্ককারী কেউ ছিল না।

হে খোদা, এমনটিই যেন হয়, আমীন!

একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠার ইতিকথা

মিসেস রওশান আরা হক

মুক্ত চিন্তা ভাবনার মানুষ পৃথিবীতে কমই আছে—এ কথা অনস্বীকার্য। তবে কিছু সংখ্যক মানুষ এখনও সহজ সরল জীবন ব্যবস্থার ভিতরে বিচারহীন যুক্তিহীন বা বিবেকহীন হতে পারেনি। তাই তারা খাঁটি ও সৎ ব্যক্তি দেখতে পেলে, তাঁকে রীতিমত পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে দেয়। এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে থাকে। বর্তমানে মানুষ যে সমাজে বাস করছে, সেটা ছেড়ে আসা, জাল ছিঁড়ে বেড়িয়ে আসারই শামিল। আর জাল ছেঁড়া তখনই সম্ভব যখন সে কোন ব্যতিক্রম ধর্মী মানবের সংস্পর্শে আসে। আর এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে নাসেরাবাদ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত।

কত দিন কত বছর গত হল, কিন্তু সেইদিনগুলোর কথা আজও আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে ভেসে বেড়াচ্ছে। ১৯৭৩-৭৪ সালের কথা। সে সময় দেশের নিয়ম-শৃংখলা, আইন-কানুন, যোগা-যোগ ব্যবস্থা সব কিছুর মাঝেই একটা অনিয়ম ও বিশৃংখলা দেখা যাচ্ছিল। পৃথিবীবাসী যেন অনাচার ও পঙ্কিলতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিশ্বজগতের মধ্যে কিন্তু একটা যোগসূত্র বা প্রকৃতিগত মিল আছে। অর্থাৎ অমুকটা হলে অমুকটা হবেই। এই যে যোগফল বা পরিণতি তাতে কোনই ভুল নেই। সেটা লক্ষ্য করা গেল একটা বাসগৃহকে কেন্দ্র করে। কতকগুলো পবিত্রচেতা মানুষের সত্যকে জানার আগ্রহের মধ্যে। চারদিকে অরাজকতা, অনাচার ও পঙ্কিলতার আধিক্য যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়ে কতকগুলো সহজ সরল নিরীহ মানুষ সব আবিলতার উর্ধ্বে উঠবার সিঁড়ি খুঁজছিল; যার সন্ধানে তারা উপস্থিত হয়েছিল উক্ত বাসগৃহে। সেখানে তারা পায় তাদের জিজ্ঞাসার জবাব ও আত্মার খোরাক। প্রকৃত সত্যকে জানার মাঝে তাদের হৃদয় মন আপ্লুত হয়ে ওঠে; পেয়ে যায় উত্তরোণের পথ। এই পথ বেয়ে আসতে কত দুর্গম কষ্টই না তাদের অতিক্রম করতে হয়। কত ধৈর্যের পরীক্ষাই না তাদের দিতে হয়েছিল! সত্যকে চেনা ও গ্রহণের পথে এটা চিরকালীন নিয়ম। এ পথে শুধুই ত্যাগ ও কুরবানী। খোদার ভয়ে ভীত ও মানসিকভাবে পবিত্র, চরিত্রবান ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কোন মন্দকে প্রশ্রয় দেন না। কোন আবিলতায় মন বা দেহকে কলুষিত করেন না এবং অতি নিষ্ঠার সাথে ধৈর্যের সাথে তাঁরা এ পথ ও মত আঁকড়ে ধরে থাকেন। তারা জানেন ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, এটাই সত্য পথ। "ইন্নাল্লাহা মায়াস্ সাবেরীন" অর্থাৎ "আল্লাহ্ নিশ্চয় ধৈর্যশীলগণের সঙ্গী"। এটা আল্লাহ্‌তা'লার কথা যে, ধৈর্যশীলরা জয়ী হবেন, পুরস্কৃত হবেন। বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ঘাত প্রতিঘাত ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তারা লক্ষ্যে পৌঁছান। অবশ্য আল্লাহ্‌র কৃপা ও আশীষ ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। নাসেরাবাদ জামা'তও এভাবে সুদীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আল্লাহ্‌র ফযল ও অনুগ্রহ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

এই জামা'ত সৃষ্টির পিছনে ঐশী হস্ত যে ক্রিয়াশীল ছিল, তা জামা'ত সৃষ্টির পটভূমি আলোচনা করলেই বুঝা যাবে। সেই সময়ের কথা, যখন আমরা ভেড়ামারায় অবস্থান করছিলাম। তখন আমাদের বাসার কাছেই থাকতেন একজন নও-আহ্‌মদী। তিনি সত্যকে জেনে গ্রহণ করেন এবং প্রকৃত সত্যের অনুসারী কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে না পেরে, নীরবে মনে মনে খুঁজে ফিরছিলেন অনুরূপ মনোভাবাপন্ন একজনকে। হঠাৎ করেই তার সাথে পরিচিত হন আমাদের গৃহকর্তা এবং আহ্‌মদীয়াত সম্পর্কে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি অনুপ্রেরণা পেলেন যথেষ্টভাবে। তখন তার কাজে এল উদ্যম এবং হয়ে উঠলেন মহাউৎসাহী এবং স্বগ্রামে প্রচার কার্য চালাতে লাগলেন। গ্রামের সত্যানুসন্ধানী মানুষদের জানালেন প্রকৃত সত্য কোথায়। খোদা প্রেমিকরা সত্যকে না পাওয়া পর্যন্ত অস্থির চিত্ত থাকেন। কিন্তু সত্য চেনার পর তাতেই মশগুল হয়ে পড়েন। তাদের জ্ঞাত করা হল যুগের মাহ্‌দীর আগমনের শুভ সংবাদ। তবলীগ জোরে সোরে চললো, যাতে করে সত্যান্বেষীদের হেদায়াত প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু গ্রামবাসীদের অনেকের মনেই নানা প্রশ্ন জাগে এবং সে কারণে তারা বিস্তারিত জানার জন্যে ছুটে আসেন আমাদের ভেড়ামারার বাসায়।

দিনের পর দিন তারা অগণিত প্রশ্নের ঝুড়ি নিয়ে উপস্থিত হতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত। চলতে থাকতো তাদের প্রশ্নোত্তর পর্ব—সত্যানুসন্ধানীদের সওয়াল জবাব। সেই ক্লান্তিহীন দিবসগুলোর অবসান হলেও সময়ের কিন্তু অপচয় হয় নি এতটুকুও। বরং সময়ের ব্যয় হয়েছিল এক পবিত্র কর্মে। তারা অনুগৃহীত হলেন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে; সত্যকে পুরোপুরি অনুসন্ধান করে তারা হলেন তৃপ্ত এবং সত্য গ্রহণের ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন।

তৎকালীন সময়ে যুগ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর বিশিষ্ট সেবক মোঃ বদরউদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের (এডভোকেট) আগমন হয়েছিল ভেড়ামারার বাসায় এবং এক সুন্দর পবিত্র পরিবেশের ভিতর দিয়ে এই বুযুর্গের হাতে বেশ কিছু সংখ্যক সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি বয়াত গ্রহণ করে আহ্‌মদী মুসলিম জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এই পবিত্র পরিবেশের ছোঁয়া পেয়ে আমাদের প্রতিবেশীদের মাঝেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ শ্রদ্ধাশীলও হয়ে ওঠেন। নও-আহ্‌মদীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে জনাব বদরউদ্দীন সাহেব ও তাঁর জামাতা উপস্থিত হলেন এক শুভ শুক্রবারে তাদের গ্রাম কোলদিয়াড়ে। সেখানে মসজিদে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে কুরআন হাদীসের আলোকে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করেন এবং ইমাম মাহ্‌দীর আগমনের সত্যতা উপলব্ধি করে আরও কিছু সংখ্যক সত্যান্বেষী ব্যক্তি বয়াত গ্রহণ করেন।

নও-আহ্‌মদীদের তরবীয়াতের প্রয়োজন থাকায় সত্যের সাধক জনাব বদরউদ্দীন সাহেব তাদের বিশেষ আমন্ত্রণে সেখানে বহু দিন অবস্থান করেন। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় সত্য গ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নও আহ্‌মদীরা তাঁকে তাদের খুব কাছের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করে। তিনি তাঁর পবিত্র দায়িত্ব পালন করে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে যান ও তাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেন।

এই সময়ে জামা'তের কয়েকজন মোয়াল্লেমকে সেখানে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে মৌলভী নূরউদ্দীন আফরাদ সাহেব ছিলেন অন্যতম। নও-আহ্‌মদীদের তালীম তরবীয়াতের প্রয়োজনে তিনি সেখানে অনেকদিন থাকেন এবং তাঁর সহৃদয় আচরণ ও কাজের জন্যে আজও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন সবার স্মৃতিতে। আমাদের ভেড়ামারার বাসায় তাঁর অবস্থানকালে তিনি যখন ফজরে আযান দিতেন, তার সুরেলা কণ্ঠের সেই সুমধুর আযান ধ্বনি যেন স্মরণ করিয়ে দিত —

"কে ঐ শোনাল মোরে আযানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী।"

এই পরিস্থিতি বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নি। চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী জামা'তকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। যখন জামা'ত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সত্যের বিরুদ্ধে ঝড় শুরু হয়ে যায়। চতুর্দিক থমথমে হয়ে উঠে। সত্য গ্রহণকারীদের উপরে চলে বিরামহীন নির্যাতন। পথ ঘাট বন্ধ করে দৈনন্দিন কাজে বাধার সৃষ্টি করা হয়। এক কথায় এক অসহনীয় অধ্যায় শুরু হয়ে যায়।

এই প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাত থেকে আমাদেরও রেহাই দেয়া হয়নি। জেলা প্রাশাসনের নির্দেশক্রমে জেলা সদরে আমাদের বদলী করা হয়। বিরোধিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে বিরুদ্ধবাদীরা জামা'তের নব-প্রতিষ্ঠিত মসজিদে অগ্নি সংযোগ করে। স্বভাবতঃই তাদের মনে জাগে হিজরতের প্রশ্ন। পরিশেষে কিছু সংখ্যক আহ্‌মদী জেলা শহরে হিজরত করেছিলেন কিছু দিনের জন্যে।

খোদার কৃপায় বিরুদ্ধবাদী গ্রামবাসীদের রোষানল ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলে তারা অনেকটা স্বাভাবিক হয় তাদের আচরণে।

এরপর তারা অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করলো — খড়ের ঘরের পরিবর্তে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে টিন সেডের এক মসজিদ। যেন সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তোরা আয় — এখানেই মুক্তির পথ।

নও-আহ্‌মদীরা উত্তীর্ণ হোল ধৈর্যের পরীক্ষায়। ঈমান হোল তাদের শক্ত ও মজবুত। কেউ আর তাদের টলাতে পারবে না। সামান্য গ্রামের সামান্য মানুষগুলো তাক্‌ওয়া ও পবিত্রতার বর্মে সজ্জিত হয়ে অসামান্য হয়ে উঠলো। আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় পট-পরিবর্তিত হোল। অত্যাচারিতদের উপরে নেমে আসে আল্লাহ্‌র ফযল এবং অত্যাচারীদের উপরে নেমে আসে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত কঠিনরূপে, তাদেরই কর্ম ফলের প্রতিদান হিসেবে। সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যার পরাজয় প্রত্যক্ষ করল নাসেরাবাদ জামা'তের এলাকাবাসী।

বহু ঘাত প্রতিঘাত উপেক্ষা করে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংগঠিত হয়েছে এই জামা'ত। মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়ের প্রতীক এই জামা'ত। আল্লাহ্‌ যে ধৈর্যশীলদের সঙ্গী, তার প্রমাণ এই জামা'ত। সেখানে সালানা জলসা, এমনকি লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র ইজতেমাও সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয় সদরের উপস্থিতিতে। আমরা এ জামা'তের রূহানী ক্রমোন্নতিতে, আনন্দিত, গর্বিত। ধূলাবলুণ্ঠিত আমরা মহান স্রষ্টার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায়।

একটি অনন্য প্রশংসা

বিগত ৯-১১-৯০ তারিখে জুমুআর খোৎবায় হুযূর (আইঃ) ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং সম্পর্কে যে প্রশংসনীয় মন্তব্য করেছেন তা এক সার্কুলারের মাধ্যমে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট পাঠানো হয়েছে। হুযূর (আইঃ) ইহা নিজ নিজ দেশের ভারতীয় দূতাবাসে পাঠিয়ে দিতে এবং এ বিষয়ে তাঁর কার্যক্রমের রিপোর্ট পাঠাতে বলেছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ভি, পি, সিং এর ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন, "তিনি একজন মহান নেতা, যদিও তিনি বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নহেন, তবুও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে হয় যে, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। ভারতবর্ষের জন্য এটা বড়ই দুর্ভাগ্য—বলতে গেলে ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য যে, তারা এমন একজন মহান নেতার নেতৃত্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে যাকে অনুসরণ করলে ভারত তার হারানো গৌরবকে ফিরে পেতে সক্ষম হত। কারণ এমন ন্যায়পরায়ণ নেতা, যিনি ন্যায় বিচার এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। বর্তমান যুগে তাঁর মত ভাল নেতা এই জাতির ভাগ্যে জোটা অসম্ভব। মিঃ ভি, পি, সিং এমন দু'টি মহৎ কাজ করেছিলেন যার ফলে আমার হৃদয়ে তাঁর জন্য সম্মান ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি আল্লাহ্‌তা'লার কাছে দোয়া করেছিলাম, কতই না ভাল হত যদি এ জগতের সব নেতারা এরূপ ন্যায়পরায়ণ হয়ে যেতেন! সর্বপ্রথমে তিনি লক্ষ কোটি নির্যাতিত হরিজনদের পক্ষে দাঁড়ালেন এবং নিজের দলের ঐ সকল নেতাদের বিরোধিতাকেও চ্যালেঞ্জ করলেন, যারা তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে হুমকী হয়ে দাঁড়াতে পারতেন। তিনি সারা দেশে এমন আইন প্রবর্তন করলেন যার ফলে হরিজন সম্পদায়ের লোকেরা, যারা হাজার হাজার বৎসর যাবৎ নির্যাতিত, সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলো। অর্থাৎ, তাদের জন্য সরকারী চাকুরীতে একটি বিশেষ অংশ যেন জনসংখ্যা অনুযায়ী নিশ্চিত হয়ে গেল।

ইহা ভারতবর্ষের হিন্দু-প্রধান দেশে একটি বড় পদক্ষেপ ছিল। কারণ, সেখানে হরিজনদের উপরে অনেক কাল যাবৎ উঁচু শ্রেণীর আধিপত্য চলে আসছিল। যেখানে তাদের ধর্ম তাদের শিক্ষা দেয় যে, সকল অধিকার শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জন্যই রয়েছে, ছোট শ্রেণীর কোনও অধিকার নেই। ইহা মিঃ ভি, পি, সিং এর অসাধারণ মহত্বের বহিঃপ্রকাশ, যা পৃথিবীর খুব কম নেতাদেরই ভাগ্যে জুটেছে। শুধু তাই নয়, এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে হট্টগোল শুরু হল। সাহসিকতার সঙ্গে এর মোকাবেলা করেছেন তিনি এবং পরোয়া করেন নি যে, এর পরিণতিতে তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকবে, নাকি চলে যাবে।

এ ব্যাপারে উত্তেজনা তখনও কমে নি। এমন সময় আবার তাঁর বিরুদ্ধে বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। ষড়যন্ত্রকারীরা বাবরী মসজিদ বিতর্ককে আরো বেশী উস্‌কানী দিতে লাগলো। লক্ষ-কোটি হিন্দু মিছিল করে বাবরী মসজিদে হামলা করবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং সেই স্থানের মসজিদটি ভেঙ্গে, রাম-জন্মভূমি মন্দির (যদিও আদৌ সেখানে কোনদিন মন্দির ছিল কি না) পুনঃ নির্মাণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এত বড় হুমকির সম্মুখীন হয়ে এক হিন্দু প্রধানের সেনাবাহিনীকে এ ব্যাপারে রাজি করানো যে, যদি তোমাদের সহধর্মীরা দলবদ্ধ হয়ে এই পবিত্র মসজিদের উপর

আক্রমণ করার চেষ্টা করে তা'হলে তোমরা তাদেরকে গুলি করে মেরে ফেলবে, তবুও ঐ মসজিদের পবিত্রতা এবং ভারতীয় (ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রতীক) সংবিধানের পবিত্রতার উপরে আঁচরও লাগতে দিবে না। তাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না।

নিঃসন্দেহে অনেক হিন্দু এই সংগ্রামে হিন্দু সেনাবাহিনীর হাতে মারা গেছেন। অনেক হিন্দু, হিন্দু পুলিশ বাহিনীর হাতে মার খেয়েছেন। তা'ছাড়া অনেকে যখমও হয়েছে এবং বহু সংখ্যক লোক বন্দীও হয়েছে। তাদের এক বড় নেতা যিনি বিরাট শক্তির অধিকারী এবং যাঁর রাজনৈতিক সহযোগিতায় মিঃ ভি, পি, সিং ক্ষমতায় এসেছিলেন, সেই নেতাকেও গ্রেফতার করা হলো। অতএব, এই বিষয় জানা সত্বেও—যে গাছের ডালের উপর তিনি বসে আছেন, নিজ হাতে তা' কেটে ফেলেছেন; কিন্তু বোকামীর জন্য নয়, বরং সাহসিকতা এবং মহান নীতির খাতিরে। এই মহান নেতা তাঁর নিজ স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েও তাঁর নিজের পতন ঘটোনো পসন্দ করলেন। তিনি এ বিষয়ে জানা সত্বেও যে, এর ফলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনও স্থায়ীভাবে বিপদগ্রস্থ হবে; কিন্তু তিনি তার পরওয়া করেন নি।

অতএব, এমন নেতারা যাঁরা ন্যায়ের খাতিরে যেকোন জায়গায় হোক্‌না কেন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান, ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, এমন লোককে স্বীকৃতি দান কর, এবং তাদেরকে সাহায্য কর কেননা, তায়ান্‌ আলাল বির্‌রে ওয়াত্তাক্‌ওয়া অর্থ—কোন ধর্মের নামের উপর নয় বরং সততা এবং খোদা ভীতির নামে পরস্পরকে সাহায্য কর।

সুতরাং ভবিষ্যতের ইতিহাস সাক্ষী দেবে যে, হিন্দু জাতি এইসব ঘটনাবলী থেকে কতটুকু উপদেশ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের কে আপন এবং কে পর, তাকে চিনতে পেরেছে কি না।

(লণ্ডন থেকে ১৩-১২-৯০ তারিখ ৮৪৩৭নং সার্কুলার মারফত প্রাপ্ত)

অনুবাদক: মাজহারুল হক

(২৮ পাতার পর)

ছিলাম খাকসার। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে হযরত রসুল (সাঃ)-এর বাল্য জীবন, মক্কা ও মদনী জীবন এবং দীর্ঘ সময় বক্তৃতা হয় হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ বিষয়ে। সভাপতি ছিলেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইজাজুল হক সাহেব। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল লাজনা নাসেরাতসহ আহ্‌মদী শ্রোতৃমণ্ডলী প্রায় ৯০ জন। অ-আহ্‌মদী সামনে ও আড়ালে মিলিয়ে প্রায় ১০০ জন। জলসা বিকাল ৪ ঘটিকায় শুরু হয় ও রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ সেকান্দর আলী, মোয়াল্লেম

জয়দেবপুর জামা'তের সালানা জলসা

অসীম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযল ও করমে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত জয়দেবপুর এর জলসা সালানা '৯০, গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে বাংলাদেশ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ন্যাশনাল আমীর মোহতারম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোঃ আব্দুল হাদী সাহেব, জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব, সদর মুরব্বী মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, সদর মুরব্বী মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব এবং মোহতরম জনাব ন্যাশনাল আমীর সাহেব ইসলাম এবং হযরতে মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে অত্যন্ত হৃদয় স্পর্শী বক্তব্য রাখেন।

মোঃ মহিবুর রহমান, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি, আঃ মুঃ জামাত, জয়দেবপুর

সাময়িকী

নিয়োগ

ডাঃ আহ্‌মদ আলী সাহেব দীর্ঘদিন থেকে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়ার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দক্ষতার সাথে সেলসেলার খেদমত করে আসছেন। বর্তমানে বার্ধক্যতা হেতু তার অপারগতায় স্থানীয় মজলিসে আমেলার পরামর্শক্রমে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে স্বস্ব নামের বিপরীত পদে নিয়োগ করা হলো। ইহা ৩/১/৯১ থেকে কার্যকরী হয়েছে।

নাম	পদ
১। জনাব মোসলেমউদ্দিন আহমদ	প্রেসিডেন্ট
২। জনাব হারুনর রশিদ	ভাইস প্রেসিডেন্ট

আল্লাহ্‌তা'লা ডাঃ আহমদ আলী সাহেবকে তাঁর খেদমতের জন্যে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং তিনি নবাগতদের জন্যে উত্তম প্রেরণার উৎস হয়ে থাকুন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ কর্মময় জীবন দান করুন।

নবাগতরা যেন নিষ্ঠার সাথে স্বস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে সেজন্যেও দোয়া করছি।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মজলিসে আমেলা। ১৯৯০-৯১)

পদবী	নাম
১। সদর	জনাব আব্দুল হাদী
২। নায়েব সদর	জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
৩। মোতামাদ	জনাব মোহাম্মদ আবদুর রব
৪। মোহতামীম খেদমতে খালক	জনাব আসাদুজ্জামান
৫। মোহতামীম তালীম	জনাব আমীরুল হক
৬। মোহতামীম তরবীয়াত	জনাব নাসির উদ্দিন আহমদ
৭। মোহতামীম মাল	জনাব শহীদুল ইসলাম
৮। মোহতামীম উমুমী	জনাব রফিক আহমদ
৯। মোহতামীম সেহেতে জিসমানী	জনাব কাওসার আহমদ
১০। মোহতামীম ওয়াকারে আমল	জনাব মিজানুর রহমান
১১। মোহতামীম সানাত ও তেজারত	জনাব শফিক আহমদ
১২। মোহতামীম তাহরীকে জাদীদ	জনাব আহমদ তবশীর চৌধুরী
১৩। মোহতামীম আতফাল	জনাব সেলিম খান
১৪। মোহতামীম তবলীগ	জনাব তৌহিদুল হক
১৫। মোহতামীম তাজনীদ	জনাব আফজাল হোসেন ভুঁইয়া
১৬। মোহতামীম এশায়াত	জনাব এন, এ, শামীম আহমদ
১৭। মোহতামীম মোকামী	জনাব আবদুল আলীম খান চৌধুরী
১৮। মোহাসেব	জনাব আজহার উদ্দিন খন্দকার

বিভাগীয় কায়েদগণ

১। ঢাকা বিভাগ	জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান
২। চট্টগ্রাম বিভাগ	জনাব শফিউল আলম বরকত
৩। রাজশাহী বিভাগ	জনাব মাহমুদুল হাসান (ফুলু)
৪। খুলনা বিভাগ	জনাব মোহাম্মদ সামসুর রহমান

জিল্লা কায়েদগণ

১। ঢাকা, জামালপুর, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ	জনাব আনোয়ার হোসেন (ঢাকা)
২। নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুর	জনাব আবু তাহের ঢালী (নারায়ণগঞ্জ)
৩। বরিশাল, পটুয়াখালী	জনাব জালাল আহমদ (খাকদান)
৪। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী	জনাব নঈম তফভীজ (চট্টগ্রাম)
৫। কুমিল্লা, চাঁদপুর	জনাব আবদুস সালাম (কুমিল্লা)
৬। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	জনাব খন্দকার মোস্তাক আহমদ
৭। বৃহত্তর সিলেট	জনাব আখতারুজ্জামান (সিলেট)
৮। রাজশাহী, বগুড়া	জনাব সহিদ হোসেন খান (রাজশাহী)
৯। পাবনা, ইশ্বরদী	জনাব আবুল কালাম আজাদ (পাকশী)
১০। বৃহত্তর রংপুর	জনাব নজিবর রহমান (সৈয়দপুর)
১১। বৃহত্তর দিনাজপুর	জনাব আনসারুল্লাহ (ঠাকুর গাঁও)
১১। বৃহত্তর খুলনা, যশোহর	জনাব আবদুর রাজ্জাক (খুলনা)
১৩। বৃহত্তর কুষ্টিয়া	জনাব মজিবুর রহমান

সীরাতুন্‌নাবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত

ঢাকা জামাত

আল্লাহ্‌তা'লার অপার ফযলে আঃ মুঃ জাঃ ঢাকার উদ্যোগে গত ২৮শে ডিসেম্বর, ৯০ তারিখে ঢাকার মীরপুর মসজিদ প্রাঙ্গনে এক সীরাতুন্নাবী (সাঃ)-এর জলসা যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আঃ মুঃ জামা'ত বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে বাদ জুমুয়া এই মহতী জলসার কার্যক্রম শুরু হয়।

তেলাওয়াতে কুরআন পাক, নযম ও দোয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী, মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ, সদর মুরব্বী; জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, আমীর, আঃ মুঃ জাঃ ঢাকা এবং জনাব চৌধুরী আব্দুল মতিন। সভাপতির ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে এই মোবারক জলসার সমাপ্তি হয়। অতঃপর উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। আমীরুল হক, জেনারেল সেক্রেটারী

কটিয়াদী জামা'ত

বিগত ৩১-১২-৯০ ইং তারিখ কটিয়াদী জামা'তে মাগইরে এক সীরাতুন্নাবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় স্থানীয় বক্তা হিসেবে মৌঃ সামসুল ইসলাম সাহেব, মোয়াল্লেম, তেরগাতী এবং জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব এবং সুদীর্ঘ সময় বক্তৃতায়

(অবশিষ্টাংশ ২৬ পাতায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গ ঃ 'পয়গামে হক্ক'

জমিয়তে তোলাবায়ে কওমিয়া, জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ, মীরপুর, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত 'পয়গামে হক্ক (খতমে নবুওয়ত স্মরণিকা-১৩৯৭)' আমাদের হস্তগত হয়েছে। অনেক পরিশ্রম এবং আর্থিক ব্যয়ভার বহন করে ঐ সংগঠন ৭৯ পৃষ্ঠার একখানা স্মরণিকা প্রকাশ করেছেন। আমাদের প্রভু ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর শান, মোকাম এবং মর্যাদার বুলন্দী প্রকাশার্থে যে কেহ প্রচেষ্টা চালায় তাতে আমরাই আনন্দিত হবো সবচে' বেশী এবং প্রশংসা করবো কেননা আমরা তাঁর প্রতি আরোপিত এবং তাঁরই জন্যে নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই, যখন দেখি উক্ত স্মরণিকার প্রতিটি প্রতিপাদ্য বিষয়ে আঁ হযরত (সাঃ)-এর শান, মোকাম ও মর্যাদা বর্ণনার পরিবর্তে কেবল আহ্‌মদীয়া জামা'তের (তাদের ভাষায় কাদিয়ানী জামা'ত) প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর জামা'তের বিরুদ্ধে বিষোদগাড়ণ, মিথ্যার বেসতি ও পূর্ববর্তী বিরুদ্ধবাদীদের চর্বিত চর্বণ করেছেন। এদ্বারা ফলতঃ তারা কেবল পণ্ডশ্রমই করেন নি বরং এলাহী কোপগ্রস্তও হয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লা সুন্দর, তাই তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। তাদের উচিৎ ছিল দলীল প্রমাণ দ্বারা সুন্দরভাবে ইহা প্রমাণ করা যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খাতামান্নাবীঈন, রাহমাতুল্লীল আলামীন এবং সমগ্র জগতের কল্যাণার্থে প্রেরিত। তাঁর পর কোন নবী আবির্ভূত হলে তাঁর নবুওয়াতের ওপর আক্রমণ কিভাবে হয় তা' প্রমাণ করা।

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) নিজেকে কখনও স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নবী বলে দাবী করেন নি। তিনি কো'ন নতুন ধর্মের দাবীদারও নন। তিনি 'আহ্‌মদ' তথা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আশেক ও পরম প্রশংসাকারী। তাঁর প্রেমে বিভোর হয়ে, তাঁর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে আল কুরআনে (৪ঃ৭০) আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তিনি নেয়ামত হিসাবে উম্মতি নবুওয়াতের খেতাবে ভূষিত হওয়ার দাবী করেছেন। ইহাকে 'নবুওয়াত প্রাসাদে আক্রমণ' বলে অভিহিত করা নেহায়েত অজ্ঞতা বই আর কিছুই নয়। মালিকের প্রতি প্রেমের স্বীকৃতি স্বরূপ গোলাম কিছু নেয়ামত লাভ করলে তাকে 'আক্রমণ' বলে আখ্যায়িত করা চরম ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি হতে পারে ? নবীজীর (সাঃ) গোলাম হয়ে উম্মতের মধ্যে একজন নেয়ামতের দাবীদার হলে তা' নবীজী (সাঃ)-এর শানের খেলাফ কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতের একজন "স্বাধীন নবী" নবীজীর (সাঃ) 'খায়রে উম্মতে'র পথ প্রদর্শনের জন্যে "নাযেল" হলে তাতে নবীজীর (সাঃ) মর্যাদার হানি হয় না এ যুক্তি আমাদের বোধগম্য নয়।

কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"র ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পদতলে নিবেদিত প্রাণ এক জামা'ত বিশ্বের ১২৪টি দেশে ইসলামের মহান আদর্শ প্রচারে তাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করে দিবারাত্র কাজ করে যাচ্ছে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে 'কুফরী ফত্‌ওয়া' এবং তাদেরকে 'ওয়াযেবুল কতল' ঘোষণা দিয়ে প্রচারণা চালিয়ে ফেত্‌না সৃষ্টির উস্কানী দেয়া হয়েছে এ স্মরণিকায়। আমরা নবীজীর জীবনে এমন একটি ঘটনাও দেখতে পাই না যে, কেবল মাত্র ধর্মীয় মতভেদের কারণে তিনি কাউকে হত্যার আদেশ দিয়েছেন বা তার প্রতি নির্যাতনের হাত উঠিয়েছেন। সুতরাং ঐ স্মরণিকায় এ ধরণের ফতোয়াবাজী করে তারা আভ্যন্তরীন ক্লেদকেই প্রকাশ করেন নি বরং বিধর্মীদের নিকট আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করেছেন। এ ধরণের মানসিকতার জন্যে শত

(অবশিষ্টাংশ সূচীপত্রর পাতায় দেখুন)

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

15th January, 1991

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদকঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan